NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

# একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ দেশের বিকাশে সামাজিক সুরক্ষার প্রসার: ডঃ মনসুখ মাণ্ডভিয়া

কিশোরীকে যৌন নির্যাতন করার অভিযোগ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে ৫

কলকাতা ৪ নভেম্বর ২০২৪ ১৮ কার্তিক ১৪৩১ সোমবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৪৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 4.11.2024, Vol.18, Issue No. 143 8 Pages, Price 3.00

## ব্ল্যাকক্যাপসে হোয়াইটওয়াশ

*মুখ ঢাকো লজ্জায়। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ খোয়া গিয়েছিল আগেই। ওয়াংখেড়েতে রক্ষা হল না সম্মানটুকুও। দীর্ঘ ২৪ বছর পর দেশের মাটিতে চুনকাম হল রোহিতের ভারত।*

### অনুপ্রবেশ সমস্যা থেকে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি

# জনজাতির মন জয়ে অমিত সংকল্প পদ্মের

**রাঁচি, ৩ নভেম্বর:** ক্ষমতায় এলেই ঝাড়খণ্ডে চালু করা হবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউনিফর্ম সিভিল কোড)। তবে বাদ রাখা হবে জনজাতিদের। তাঁরা এর আওতায় পড়বেন না। ঝাড়খণ্ডে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে এমনটাই ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিকে, ঝাড়খণ্ডে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে গিয়েও বাংলাকে নিশানা করতে ছাড়লেন না। অনুপ্রবেশ সমস্যা নিয়ে অবিজেপি শাসিত দুই প্রতিবেশী রাজ্যকে একযোগে আক্রমণ করলেন তিনি। দাবি, বাংলাদেশ থেকে সীমান্ত পেরিয়ে অনুপ্রবেশকারীদের ভারতে ঢুকে পড়া চাইলেই আটকে দিতে পারে পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খণ্ড সরকার। স্থানীয় প্রশাসন এবং রাজ্য সরকারের প্রশ্রয়েই অনুপ্রবেশ বেড়ে চলেছে। রাঁচীর সভা থেকে দুই রাজ্য সরকারকেই এ নিয়ে কটাক্ষ করেছেন শাহ।

নভেম্বরেই ঝাড়খণ্ডে বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে। তার আগে সে রাজ্যে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে ঝাড়খণ্ডে বিজেপি সরকার গঠনের ডাক দিয়েছেন তিনি। শনিবার রাতে রাঁনচতে পৌঁছন শাহ। রবিবার সেখানে একটি সভায় শাহ বলেন, 'সরকারে এলে ঝাড়খণ্ডে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করবে বিজেপি। কিন্তু আমি আশ্বাস দিচ্ছি, জনজাতিদের এর আওতার বাইরে রাখা হবে। জেএমএম সরকার মিথ্যা প্রচার করছে যে, ইউসিসি এলে জনজাতিদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।' এ ছাড়া, শাহের আরও প্রতিশ্রুতি, ক্ষমতায় এসেই ঝাড়খণ্ডে ৫ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে বিজেপি। অনুপ্রবেশ সমস্যার বিরুদ্ধেও সরব হয়েছেন তিনি। শাহের দাবি, স্থানীয় প্রশাসনের প্রশ্রয়েই ঝাড়খণ্ডে অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়নি। এ বিষয়ে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকেও কটাক্ষ করেন তিনি।

ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে কটাক্ষ করে শাহ বলেন, 'বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সীমান্তে কোথাও নদীনালা রয়েছে, কোথাও পাহাড় রয়েছে। সর্বত্র সুরক্ষা সম্ভব নয়। কিন্তু আমি হেমন্তবাবুকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, ঝাড়খণ্ডে যদি কোনও অনুপ্রবেশকারী ঢোকেন, আপনার ভূমিরাজস্ব দপ্তর তখন কী করে? জেলাশাসকরাই বা কী করছেন? পুলিশে কোনও অভিযোগ দায়ের হচ্ছে না কেন? কেন্দ্রীয় সরকারকে কেন জানানো হচ্ছে না?' রবিবার একটি সভায় অনুপ্রবেশের প্রসঙ্গ উঠলে বাংলার দৃষ্টান্ত টেনে তিনি বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ এখনও বন্ধ হয়নি। কারণ, স্থানীয় প্রশাসনই সেখানে অনুপ্রবেশকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। ঝাড়খণ্ডেও অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়নি একই কারণে। স্থানীয় প্রশাসন প্রশ্রয় দিচ্ছে। বিএসএফ তো সব জায়গায় আছে। অসমেও আছে, বাংলা এবং ঝাড়খণ্ডেও আছে।'

আগামী ১৩ এবং ২০ নভেম্বর ঝাড়খণ্ডের ৮১টি আসনে দু'দফায় বিধানসভা ভোট হবে। ভোটের ফলাফল জানা যাবে ২৩ নভেম্বর। ২০১৯-এর বিধানসভা ভোটে প্রায় সাড়ে ৩৫ শতাংশ ভোট পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছিল ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা (জেএমএম)-কংগ্রেস-আরজেডির 'মহাজোট'। এবারও তিন দল একসঙ্গে লড়ছে। সঙ্গে পেয়েছে বাম দল সিপিআইএমএলকে (লিবারেশন)। ক্ষমতাসীন জোটের সঙ্গে মূল লড়াই বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএর।

গতবার আলাদা লড়লেও বিজেপি এবার প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী সুদেশ মাহাতোর 'অল ঝাড়খণ্ড স্টুডেন্টস ইউনিয়ন' (আজসু)-এর সঙ্গে জোট গড়েছে। সঙ্গে রয়েছে বিহারের নীতীশ কুমারের দল জেডিইউ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসোয়ানের দল এলজেপি (রামবিলাস)। বিরসা মুন্ডার ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শাহ ঝাড়খণ্ডের গঠনের ২৫ বছর এবং একটি ১৫০-দফা নথিকে আন্ডারলাইন করতে দলের ইস্তেহারের ২৫টি মূল পয়েন্ট প্রকাশ করার কথা জানিয়েছিলেন বিজেপি নেতারা।

### ঝলকে ঝাড়খণ্ড ইস্তাহার

- অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হবে
- অভিন্ন দেওয়ানি বিধি থেকে জনজাতিদের বাদ রাখা হবে
- ৫ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হবে
- মহিলাদের ২১০০ টাকা ভাতা
- বছরে বিনামূল্যে ২ এলপিজি সিলিন্ডার
- ৫০০ টাকায় এলপিজি সিলিন্ডার
- স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পড়ুয়াদের ২০০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য
- সবার জন্য বাড়ি
- অনুপ্রবেশ সমস্যার সমাধান
- ২,৮৭,৫০০ পদ স্বচ্ছতার সঙ্গে পূরণ
- নভেম্বর ২৫-এর মধ্যে দেড় লক্ষ নিয়োগ
- নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকে
- অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা দখলীকৃত জনজাতিদের জমি ফেরানো হবে জনজাতিদের

# যোগীকে খুনের হুমকির ঘটনায় গ্রেপ্তার তরুণী

**বরেলি, ৩ নভেম্বর:** উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে খুনের হুমকি দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই গ্রেপ্তার মূল অভিযুক্ত। বছর চব্বিশের ওই তরুণীর নাম ফতেমা খান। রবিবার দুপুরেই তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে মুম্বই পুলিশ। শনিবার মুম্বইয়ের ট্র্যাফিক পুলিশের কাছে হোয়াটসঅ্যাপ মারফত একটি হুমকিবার্তা এসেছিল। একটি অচেনা নম্বর থেকে হোয়াটসঅ্যাপে বলা হয়েছিল, যোগী ১০ দিনের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর পদ না ছাড়লে তাঁর পরিণতিও বাবা সিদ্দিকির মতো হবে। ওই হুমকিবার্তার পরই মুম্বই পুলিশের জঙ্গিদমন শাখা এবং উল্লাসনগর থানার পুলিশ যৌথ অভিযান শুরু করে। হোয়াটসঅ্যাপের সূত্র ধরে শুরু হয় তল্লাশি। তাতে গ্রেপ্তার হন এই তরুণী।

পুলিশ সূত্রে খবর, ঠাণে জেলার উল্লাসনগরের বাসিন্দা ওই তরুণী। পরিবারের সঙ্গেই থাকেন সেখানে। পিতা ফার্নিচার ব্যবসায়ী। ফতেমাও উচ্চশিক্ষিত। ইনফরমেশান ও টেকনোলজিতে বিএসসি করেছেন ফতিমা। তাঁকে গ্রেপ্তারের পর ইতিমধ্যে জেরা শুরু করেছেন তদন্তকারী আধিকারিকেরা। কী কারণে তিনি ওই হুমকিবার্তা দিয়েছিলেন, তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। ফতেমাকে প্রাথমিক জেরার পর পুলিশের অনুমান, তাঁর মানসিক কিছু সমস্যা থাকতে পারে। পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, তরুণী যথেষ্ট শিক্ষিত। কিন্তু তাঁর মানসিক অস্থিরতা রয়েছে।

সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা এনসিপি নেতা সিদ্দিকিকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। সেই ঘটনায় লরেন্স বিষ্ণোইয়ের দুষ্কৃতীদল জড়িত থাকার তত্ত্ব উঠে এসেছে। লরেন্সের দলের কোনও যোগ সত্যিই ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এর মধ্যে যোগীকে খুনের হুমকিবার্তা আসে পুলিশের কাছে। সামনেই মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। ভোটের প্রচারে মহারাষ্ট্রে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যোগীর। তার আগে সিদ্দিকির পরিণতির কথা উল্লেখ করে এই হুমকিবার্তা আসায় নড়েচড়ে বসেছিল মুম্বই পুলিশ। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্ত তরুণীকে। যদিও কী উদ্দেশ্য নিয়ে এই হুমকি, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

সম্প্রতি বিহারের সাংসদ পাপ্পু যাদবকেও বিষ্ণোইয়ের দুষ্কৃতী দলের নাম করে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। সেই ঘটনাতেও শনিবার বিহার পুলিশ দিল্লি থেকে মহেশ পাণ্ডে নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। যদিও মহেশের সঙ্গে বিষ্ণোই গ্যাংয়ের কোনও যোগসূত্র এখনও পর্যন্ত পায়নি পুলিশ। প্রসঙ্গত, মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে আগামী ২০ নভেম্বর সেখানে প্রচারে আসছেন যোগী আদিত্যনাথ। এহেন ভিভিআইপির নিরাপত্তা দিতে কোমর বেধে মাঠে নেমেছে মুম্বই পুলিশ। তার আগে এহেন হুমকিকে একেবারেই হালকাভাবে নিতে রাজি নয় প্রশাসন।

### গ্রেনেড হামলা

■ শ্রীনগরে রবিবার দুপুরে গ্রেনেড হামলা চালাল জঙ্গিরা। প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে, বিস্ফোরণে জখম হয়েছেন অন্তত ১০ জন। আহতের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আশঙ্কা। শ্রীনগরের লালচকে বাজার এলাকায় পর্যটক সহযোগিতা কেন্দ্রের কাছে বিস্ফোরণটি হয়েছে। রবিবার লালচকে বাজার বসে। ব্যবসায়ীরা পসরা সাজিয়ে বসেন। কেনাকাটার জন্য ভিড়ও থাকে যথেষ্ট। সংবাদ সংস্থা এএনআই সূত্রে খবর, সেই বাজার এলাকাতেই বিস্ফোরণটি ঘটেছে। বিস্ফোরণের পর এলাকায় পৌঁছে গিয়েছেন নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা। লালচকের ওই এলাকাটি ঘিরে ফেলা হয়েছে।

### পিটিয়ে খুন

■ অনুব্রত মণ্ডলের জেলায় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যকে পিটিয়ে খুনে চাঞ্চল্য। মৃতের নাম সমীর থান্ডার। শনিবার রাতে সমীরকে মারধর করে একটি নর্দমায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল। স্থানীয় কয়েকজন সমীরকে উদ্ধার করে বোলপুর হাসপাতালে নিয়ে যান। শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় তৃণমূল নেতাকে পরে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তর করা হয়। রবিবার বিকেলে হাসপাতাল থেকে তাঁর মৃত্যুর খবর জানানো হয়। ইতিমধ্যে ওই ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কঙ্কালীতলা পঞ্চায়েতের পারুলডাঙা গ্রামের বাসিন্দা সেখানকারই পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন তিনি।

### নাবালিকা নিগ্রহ

■ নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে প্রতিবেশী যুবককের খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালানোর পর শনিবার গভীর রাতে মগরার পরের রেলস্টেশন তালান্ডু থেকে পাকড়াও করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির মগরা থানার এলাকায়। অভিযুক্তের কড়া শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্যাতিতার বয়স ১৬ বছর। অভিযোগ, মগরা থানা এলাকায় তাঁর বাড়িতে ঢুকে যৌন নির্যাতন করেছেন প্রতিবেশী যুবক। ধৃতের বিরুদ্ধে ৬৪ (২)(১) ধারা এবং পকসো আইনের ৪ (১) ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

# কাউন্সিলর-দ্বন্দ্বে কসবার ক্লাবে ভাঙচুর, প্রহৃত প্রতিবাদী দম্পতি

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** কসবা থানা এলাকার হালতুতে ক্লাব ভাঙচুরের অভিযোগ। প্রতিবাদ করায় দম্পতিকে মারধর করা হল রাস্তাতেই। ঘটনায় বেশ কয়েকজন জখম হয়েছেন। প্রতিবাদী দম্পতির চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই হামলায়। গোটা ঘটনায় অভিযোগের তির ১০৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর লিপিকা মান্নার অনুগামীদের দিকে। অভিযোগ, যে ক্লাবে ভাঙচুর করা হয়েছিল, সেখানে কালীপুজোর

উদ্বোধন করেছিলেন ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ। তার জেরেই ওই এলাকার বাসিন্দাদের ওপর লিপিকার দলবলের ক্ষোভ রয়েছে বলে দাবি আক্রান্তদের।

সূত্রের খবর, শনিবার রাতে হালতুর নবীন সংঘ ক্লাবের কালীপুজোর প্যান্ডেলে ভাঙচুর চালায় দুষ্কৃতীরা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কাউন্সিলর লিপিকা মান্নার গাড়ির চালক ও তাঁর লোকজন। সেই সময়ে সমীরণ সাহা ও তাঁর স্ত্রী বাধা দিতে গেলে তাঁদেরকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। সমীরণকে এমন ভাবে মারা হয়েছে যে তাঁর দুটো চোখ কার্যত নষ্ট হয়ে যাওয়ার উপক্রম। পুজো মণ্ডলে বেপরোয়া ভাঙচুর চালানো হয়। কেবল প্রতিমাই যে ভাঙা হয়েছে তাই নয়, তার সঙ্গে মণ্ডপের যাবতীয় সাজসজ্জা, চেয়ার টেবিল সবই ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ।

হালতুতে আক্রান্ত দম্পতি জানিয়েছেন, শনিবার রাতে একটি অনুষ্ঠান সেরে বাড়ি ফেরার পথে পাড়ার ক্লাবের পুজোয় ভাঙচুর করা হচ্ছে দেখে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন তাঁরা। তাতেই শুরু হয় বচসা, গোলমাল। আক্রান্ত মহিলা বলেন, 'আমার স্বামী শুধু ওদের জিজ্ঞাসা করেছিল, কেন ভাঙচুর করা হচ্ছে? ওরা তার কোনও জবাব না দিয়েই আমার স্বামীর ওপরে চড়াও হয়ে মারধর করে। দু' চোখই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমাকেও হেনস্থা করা হয়েছে। আমারও এক চোখ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।'

ওই দম্পতির সঙ্গে আরও কয়েকজন ছিলেন। বাধা দিতে গিয়ে তাঁরাও মার খেয়েছেন বলে অভিযোগ। তাঁদের মধ্যে একজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে তাঁদের দাবি, 'নিষ্ক্রিয়' ভূমিকা পালন করছে কসবা থানা। পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হলেও, এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। মহিলা বলেন, 'আমাদের সঙ্গে থাকা এক মহিলা হাসপাতালে ভর্তি। তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। তখন হাসপাতালে এসেছিলেন কাউন্সিলর। তিনি আমাদের টাকা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমরা বিচার চাই। আমরা কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নই।' আক্রান্তদের দাবি, 'আমাদের ক্লাবে দীর্ঘদিন ধরেই সুশান্তবাবু এসে পুজোর উদ্বোধন করেন। এবারও তাই করেছেন। তাতেই লিপিকা এবং তাঁর লোকজনের রাগ হয়ে থাকতে পারে।' সংশ্লিষ্ট ক্লাবের সেক্রেটারি বলেন, 'লিপিকার চালকের নেতৃত্বে গত রাতে ক্লাবে হামলা হয়েছে। ওরা ক্লাব দখল করতে এসেছিল।'

*এরপর দুয়ের পাতায়*

# ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার শাসক নেত্রীর ভাইপো

**নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা:** টিউশনে যাওয়ার সময় দশম শ্রেণির এক ছাত্রীকে হাত বেঁধে জোর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠল তারই প্রতিবেশী এক যুবকের বিরুদ্ধে। শুক্রবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা থানা এলাকায়। শনিবার নির্যাতিতা আত্মহত্যা চেষ্টা করলে বিষয়টি সামনে আসে। শনিবার রাতে পরিবারের পক্ষ থেকে গাইঘাটা থানায় অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগ পেয়ে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত যুবক এক দেড়বছর ধরে মেয়েটিকে বিভিন্ন ভাবে উত্যক্ত করত। যা নিয়ে কয়েকমাস আগে এলাকায় মিটিংও হয়েছিল। তখন অভিযুক্ত যুবক ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছিলেন। পরিবারে দাবি, শনিবার সন্ধ্যায় মেয়েটি টিউশন পড়তে যাওয়ার সময় ওই যুবক তাকে রাস্তা থেকে হাত বেঁধে ভয় দেখিয়ে তুলে নিয়ে যায় একটি জঙ্গলে। সেখানে তাকে ধর্ষণ করে এবং ভয় দেখায় ঘটনার কথা কাউকে কিছু জানালে তাদের সবাইকে প্রাণে মেরে ফেলবে।

শনিবার বিকেলে নির্যাতিতা বাড়িতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা চেষ্টা করে বলে দাবি। তাকে পরিবারের সদস্যরা দেখে উদ্ধার করে এবং ধর্ষণের বিষয়টি সামনে আসে। শনিবার গভীর রাতে গাইঘাটার বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর ও বিজেপি কর্মীরা মেয়েটির পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে গাইঘাটা থানায় আসে এবং মেয়েটির পরিবার থানায় ধর্ষণের অভিযোগ করে। নির্যাতিতার পরিবারের দাবি, ছেলেটির পরিবার তৃণমূল করে। তাঁর পিসি তৃণমূলের প্রাক্তন উপপ্রধান তথা বর্তমান তৃণমূল নেত্রী। তাঁদের নাম করে প্রতিনিয়ত ভয় দেখাত ছেলেটি। অভিযুক্তের শাস্তির দাবি করেছিল নির্যাতিতার পরিবার। রাতেই অভিযোগ পেয়ে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বিষয়টি নিয়ে গাইঘাটার বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর রাজ্যে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, 'ঘটনার খবর শুনে আমি থানায় এসেছি। পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে কথা হয়েছে। কোন রং না দেখে অভিযুক্তকে শাস্তি দিতে হবে।' বিধায়কের অভিযোগ, ছেলেটির পরিবার তৃণমূল মনোভাবাপন্ন। যদিও তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি প্রসেনজিৎ ঘোষ দাবি করেন, তৃণমূলের পক্ষ থেকে পরিবারকে কোনও রকম ভয় দেখানো হয়নি। বিজেপির পক্ষ থেকে বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা কথা বলছে। আইন আইনের মত চলবে। তাঁর পিসি তৃণমূল নেত্রী হলেও তৃণমূল এই বিষয়ে কোনও হস্তক্ষেপ করেনি এবং করবেও না। রবিবার দুপুরে অভিযুক্তকে গাইঘাটা থানার পুলিশের পক্ষ থেকে পুলিশ হেফাজত চেয়ে বনগাঁ আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি নির্যাতিতা মেয়েটির শারীরিক পরীক্ষা করানো হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। এছাড়াও গোপন জবানবন্দির জন্য তাকে বনগাঁ আদালতে পেশ করা হয় বিচারকের সামনে।

বিজেপির পক্ষ থেকে রবিবার সন্ধ্যায় ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে এবং অভিযুক্তের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তির দাবি তুলে ঠাকুরনগর চত্বরে একটি প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল করা হয়।

# মন্মথপুরে গণ ভাইফোঁটা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** প্রতি বছরের মতো এবছরও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলাহাট থানার রবীন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিজননগর গ্রামে মন্মথপুর প্রণব মন্দিরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল গণ ভাইফোঁটা। এবছর সারা রবীন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে ভাইহীন বোনদের মনে হাসি ফোটাতে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বরেণ্য প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের ১২৯তম গৌরবময় আবির্ভাব বর্ষ উপলক্ষে ১২৯জন ভাইহীন বোন এবং বোনহীন ভাইয়ের উপস্থিতিতে এই মহতি মহোৎসব সুসম্পন্ন হয়। মন্মথপুর প্রণব মন্দিরের এই মহতি অনুষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে ভাইফোঁটার রীতি নীতি ও সংস্কার মেনে ভাইদের কপালে বোনেরা ফোঁটা দিয়ে তাঁদের মিষ্টি মুখ করায়। সামগ্রীক উপাচার হিসাবে বোনেরা ভাইদের হাতে শ্রীকৃষ্ণ বই তুলে দেয়। অন্যদিকে ভাইয়েরা বোনেদের হাতে নবদূর্গা বই উপহার হিসাবে তুলে দেয়।

## কাউন্সিলর-দ্বন্দ্বে কসবার ক্লাবে ভাঙচুর

*প্রথম পাতার পর*

উল্লেখ্য, কসবার ১০৭ এবং ১০৮ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূলের দখলে থাকলেও, দীর্ঘদিন ধরেই এই দুই ওয়ার্ডে শাসকদলের গোষ্ঠীকোন্দল চলছে বলে অভিযোগ। ১০৭ নম্বর ওয়ার্ডে দীর্ঘদিন কাউন্সিলর ছিলেন সুশান্ত। পরে ২০২১ সালে ওই ওয়ার্ডের আসনটি মহিলা সংরক্ষিত হয়ে যাওয়ায় প্রার্থী বদল করে সুশান্তকে নিয়ে আসা হয় পাশের ওয়ার্ডে। ১০৭-এ জিতে কাউন্সিলর হন লিপিকা। সেই থেকে এই দুই কাউন্সিলর এবং তাঁদের অনুগামীরা মধ্যেকার কোন্দল প্রকাশ্যে এসেছে। হালতুর ঘটনাতেও দীর্ঘদিনের সেই বিবাদের প্রতিফলনই দেখা গেল বলে মনে করা হচ্ছে। সুশান্ত অবশ্য এই ঘটনার সঙ্গে রাজনৈতিক যোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'এই ঘটনায় রাজনৈতিক কোনও রং আছে বলে শুনিনি। কিছু দুষ্কৃতী ক্লাবের ছেলেদের মারধর করেছে। তৃণমূলের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। তবে যাঁরা অভিযুক্ত, তাঁদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।' কাউন্সিলর লিপিকা মান্না অবশ্য বলেন, 'আমার কাছে এরকম কোনও খবর নেই। যখনই কোনও গণ্ডগোল হবে, তখনই এর অনুগামী, ওর অনুগামী বলে দোষ চাপিয়ে দিলে চলবে না।'

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

**আজ ৪ঠা নভেম্বর, ১৮ই কার্তিক। সোম বার। তৃতীয়া তিথী। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টত্তরী ও বিংশোত্তোরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।**

**মেষ রাশি :** তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ। প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

**বৃষ রাশি :** পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

**মিথুন রাশি :** হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

**কর্কট রাশি :** আজ বিতরণ করলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্‌জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

**সিংহ রাশি :** পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

**কন্যা রাশি :** পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

**তুলা রাশি :** দুশ্চিন্তা। প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

**বৃশ্চিক রাশি :** পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

**ধনু রাশি :** সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

**মকর রাশি :** সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

**কুম্ভ রাশি :** আজ। খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

**মীন রাশি :** কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

# নৈহাটিতে উপনির্বাচনে এক ইঞ্চিও জমি না ছাড়ার হুঁশিয়ারি শুভেন্দু অধিকারীর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** 'আগামী ১৩ নভেম্বর নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। সেই নির্বাচনে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়বো না।' রবিবার রাতে নৈহাটির রাজেন্দ্রপুরে প্রজাপতি লজে উপনির্বাচন উপলক্ষে আয়োজিত কর্মী সম্মেলনে যোগ দিয়ে এভাবেই হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর হুঙ্কার, গায়ের জোরে এবারে তাঁরা ভোট লুঠ করতে দেবেন না। তাঁর দাবি, গণতান্ত্রিক উপায়ে শান্তিপূর্ণভাবে নৈহাটি নির্বাচন এবং গণনা হবে। শুভেন্দুর কথায়, 'নৈহাটির মানুষ যদি মনে করেন আর জি কর কান্ড, নারী নির্যাতন, শ্যামপুরে দুর্গা মূর্তি এবং রাজাবাজারে কালী মূর্তি ভাঙার পরেও তাঁরা তৃণমূলকে ভোট দেবেন। তাহলে তা মাথা পেতে নেব। কিন্তু গায়ের জোরে ভোট লুট করতে দেব না। ভোটে দাঁতে দাঁত চেপে কর্মীরা লড়াই করবে।' নৈহাটির জনতাকে 'নো ভোট টু মমতা' আওয়াজ তোলার পরামর্শ দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর মন্তব্য, যারা ৫০০ কিংবা ১০০০ টাকার লোভে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দিচ্ছেন। অথচ শিশু কন্যারা আজকে নৃশংসভাবে বলি হচ্ছে এই রাজ্যে। রাজ্যের মহিলাদের একত্রিত হয়ে নবান্ন এবং কালীঘাট অভিযানের ডাক দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, তৃণমূল করলে ধর্ষণ, খুন, তোলাবাজি সবেতেই ছাড় আছে। পুলিশ প্রশাসনকে নিশানা করে শুভেন্দু বলেন, 'কোনও পুলিশ চায় না তাহেরপুরের ওসির মতো অবস্থা হোক। কোনও পুলিশ চায় না জঙ্গীপুরের এস পি-র মতো অবস্থা হোক। পুলিশ যদি তৃণমূলের কাউকে স্পর্শ করে। তাহলে তাঁর পরিণতি হবে কম্পালসারি ওয়েটিং নয়তো ব্যাটেলিয়নে পোস্টিং।' উক্ত সম্মেলনে এদিন দলীয় প্রার্থী রূপক মিত্র ছাড়াও হাজির ছিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং, নির্বাচনী পর্যবেক্ষক তাপস রায়, মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র, ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজেপি নেতা তথা বিশিষ্ট আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী, প্রিয়াঙ্গু পান্ডে-সহ উক্ত বিধানসভা কেন্দ্রের দলীয় কার্যকর্তারা।

*অনলাইনে স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করার জন্য যাত্রীদের সুবিধার্থে ক্যাম্প এবং ইউপিআই পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিটিং সিস্টেমের প্রচার শুরু করল মেট্রো রেল। যাত্রীদের অন-লাইন টিকিট সিস্টেম ব্যবহার চালু করার জন্য 'মেট্রো রাইড কলকাতা' অ্যাপটি জনপ্রিয়তা লাভ করছে। ব্লু লাইন এবং গ্রিন লাইন মেট্রো স্টেশনগুলির প্ল্যাটফর্ম টেলিভিশনগুলিতে বিশেষ প্রচারমূলক চলচ্চিত্র দেখানো হচ্ছে। এই অ্যাপটিকে জনপ্রিয় করতে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিও ব্যবহার করা হচ্ছে। যাত্রীদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করতে বা কেনার জন্য বা টিকিট কেনার জন্য বুকিং কাউন্টারের সামনে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে যাতে সময় ব্যায় করতে না হয় তাই এই প্রয়াস।*

# পুলিশ ওয়েলফেয়ারের উদ্যোগে কৃতী পুরস্কার ও বিজয়া সম্মিলনী

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটির উদ্যোগে পুলিশ ডাইরেক্টরেট ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং সিআইডি ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েলফেয়ার শাখার পরিচালনায়, ভবানী ভবনে বিজয়া সম্মিলনী এবং কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ দান সভা অনুষ্ঠিত হল। এদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন এডিজি (হেডকোয়ার্টার) অজয় কুমার, ডিআইজি (পি অ্যান্ড ডব্লিউ) কৃষ্ণকলি লাহিড়ী, ডিআইজি (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) অরিন্দম দত্ত চৌধুরী, ডিআইজি, টেলিকমিউনিকেশন) কঙ্কনপ্রসাদ বাড়ুই, ডিআইজি, (হেডকোয়ার্টার) রশিদ মুনির খান, এআইজি (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) মৃণাল মজুমদার, ওএসডি (পুলিশ ডাইরেক্টরেট) কল্লোল গনাই, কো- অর্ডিনেটর (পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ও কলকাতা পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটি) শান্তনু সিনহা বিশ্বাস, কনভেনার (পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটি) বিজিতাশ্ব রাউৎ, কনভেনার (কলকাতা পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটি) রুহুল আমিন আলি শাহ, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ও কলকাতা পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটির কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাবৃন্দ, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটির বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তা ও সাধারণ সদস্যবৃন্দ, অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কল্যাণ পর্ষদের কেন্দ্রীয় কর্মকর্তা বৃন্দ, পুলিশ পরিবারের বিভিন্ন সদস্য এবং পুলিশ পরিবারের কৃতী ছাত্রছাত্রীরা সভায় হাজির ছিলেন।

*সমাজসেবী খোকন দাসের উদ্যোগে শ্যামপুকুর দিগন্তের পরিচালনায় আয়োজিত অন্নকূট উৎসবে জনসমাগম।*

# ভূমিহীনদের খাস জমির পাট্টা দিয়ে আবাস নির্মাণের পরিকল্পনা রাজ্যের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আবাস যোজনায় বাড়ি পাওয়ার অন্যান্য শর্ত পূরণ করলেও জমি না থাকার কারণে যারা বাড়ি পাচ্ছেন না রাজ্য সরকার তাদের পাশে দাঁড়াবে। তাদের খাস জমির পাট্টা দিয়ে বাড়ি তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে আবাস যোজনা প্রকল্পের চূড়ান্ত পর্যায়ে সমীক্ষার কাজ চলছে। সেই সমীক্ষায় উঠে এসেছে আবাসের অন্যান্য শর্ত পূরণ করলেও অনেক ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের নিজস্ব জমি নেই। এই ধরনের আবেদন সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁদের খাস জমির পাট্টা দিয়ে আবাসের টাকা দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার জানান, মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন যে সমস্ত ব্যক্তিরা আবাসের জন্য যোগ্য কিন্তু ভূমিহীন বলে টাকা পাচ্ছেন না সেক্ষেত্রে চেষ্টা করা হবে আশেপাশে সরকারের খাস জমি থাকলে সেখান থেকে তাঁদের যাতে জমি দেওয়া হয়। সমীক্ষক দলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আবাসে এধরনের আবেদনকারীদের তালিকা অতিরিক্ত জেলাশাসক ও ডিএলআরও-দের কাছে জমা দিতে হবে। তাঁরাই জমি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।

উল্লেখ্য, আবাস যোজনার ক্ষেত্রেও এই ধরনের জমিহীনদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। তবে এবার রাজ্য নিজের কোষাগার থেকেই একশো শতাংশ টাকা দিচ্ছে বাড়ি তৈরির জন্য। তাই কোনও ভূমিহীন যাতে বঞ্চিত না হন, তা নিশ্চিত করতে চাইছে রাজ্য।

জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়ে প্রশাসনিক কর্তাদের নির্দেশও দিয়েছেন। যদিও এখনও অবধি এর কোনও সরকারি নির্দেশিকা বার হয়নি। তবে নবান্ন সূত্রে খবর, ভূমিহীনদের বাড়ি তৈরির বিষয়টিও সুনিশ্চিত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

# রাজ্যজুড়ে সেন্ট্রাল রেফারেল সিস্টেম চালু করার উদ্যোগ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** কলকাতার পাঁচ মেডিক্যাল কলেজের পর এবার গোটা রাজ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে রোগী রেফার করার ব্যবস্থা বা সেন্ট্রাল রেফারেল সিস্টেম চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরির জন্য রাজ্য সরকার সব জেলার জেলাশাসক ও জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিকদের কাছ থেকে সুস্পষ্ট প্রস্তাব চেয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এই নতুন ব্যবস্থার পাইলট প্রকল্পের সাফল্যের উপর ভিত্তি করে সারা রাজ্যে এই ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নতুন ব্যবস্থা চালু করার আগে জেলার হাসপাতালগুলির পরিকাঠামো ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জাতীয় অর্থ মিশনের টাকা ব্যবহার করে এর পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ হবে। জেলা, মহকুমা হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামোর উন্নতি করা হচ্ছে। এই সব হাসপাতালে সর্বক্ষণ চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্য কর্মী যাতে থাকেন সেজন্য আবাসন তৈরির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। যাতে দূরবর্তী জেলার কোনও রোগীকে চিকিৎসার জন্য খুব কঠিন পরিস্থিতি ছাড়া সরাসরি কলকাতার কোনও হাসপাতালে রেফার না করা হয়। বরং তাঁদের মহকুমা হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল, সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল বা জেলায় থাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে হবে।

এজন্য জেলার সব হাসপাতালে বেড সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি অপারেশন থিয়েটার, হাসপাতালে লিফট, চিকিৎসকদের বিশ্রাম কক্ষ, শৌচালয়, বিশুদ্ধ পানীয় জল, পর্যাপ্ত আলোর সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করতে বলা হয়েছে। এই সব হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও মেডিক্যাল অফিসারদের বসার উপযুক্ত রুমের প্রস্তাবও পাঠাতে বলা হয়েছে।

রাজ্য সরকার একই সঙ্গে জেলা, মহকুমা হাসপাতাল বা কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে মা ও শিশুদের চিকিৎসার পরিকাঠামো বিশেষ করে সদ্যোজাত শিশুদের জন্য ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট না থাকলে তৈরির প্রস্তাবও দিতে বলেছে। এ ক্ষেত্রে কমিউনিটি হেলথ সেন্টারগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। জেলাশাসক ও জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকদের এজন্য নির্দিষ্ট ফর্মা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। তাতে কমিউনিটি হেলথ সেন্টার থেকে জেলা হাসপাতাল প্রতিটি স্তরে চালু স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিকাঠামো সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ করতে হবে। তার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট প্রস্তাবও দিতে হবে। প্রসঙ্গত, রাজ্যের তরফে ইতিমধ্যেই ২৮টি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালগুলির জন্য নিরাপত্তা ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ১১৮ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে।

# 'অভয়া'র বাড়িতে গিয়ে একান্তে কথা শুভেন্দুর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** নৈহাটির কর্মী সম্মেলন থেকে বেরিয়ে রবিবার রাতে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী গেলেন পানিহাটিতে নির্যাতিতার বাড়িতে। সেখানে গিয়ে তিনি একান্তে নির্যাতিতার বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলেন। নির্যাতিতার বাড়ি থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু বলেন, 'ওনারা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন। তিনি ওনাদের সঙ্গে একান্তে কথা বলেছেন। ওনারা চাইছেন, সংগঠিত ধর্ষণ কাণ্ডে যারা জড়িত এবং যারা প্রমাণ লোপাটে জড়িত। তাদের কঠিন শাস্তি হোক। দ্বিতীয়ত, সরকারের যাতে প্রকৃত বিচার হয় আইনের দরবারে এবং জনতার দরবারে। সেটাও তাঁরা চান।' তাঁর হুঁশিয়ারি, যারা প্রমাণ লোপাট করেছেন। যারা ধর্ষকদের আড়াল করতে চাইছেন। তাদের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই জারি থাকবে। এদিন শুভেন্দু ছাড়াও হাজির ছিলেন আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী, বিজেপি নেতা জয় সাহা, কৌশিক চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

# গঙ্গায় তলিয়ে নিখোঁজ মহিলা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রবিবার ছুটির দিন পরিবার নিয়ে মিলিনিয়াম পার্কে ঘুরতে গিয়েছিলেন বছর পঞ্চান্নর শেফালি কর নামে এক প্রৌঢ়া। ফেরার পথে হাওড়ায় পৌঁছে নামার সময় লঞ্চ এবং জেটির মাঝখানের ফাঁকা অংশে পড়ে গিয়ে গঙ্গায় তলিয়ে গেলেন মহিলা। পুলিশ সূত্রে খবর, সাঁতরগাছিতে শেফালি করের বাড়ি। রবিবার পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলেন মিলেনিয়াম পার্কে। যদিও বেড়িয়ে আর বাড়ি ফেরা হল না। পরিবার সূত্রে খবর, সন্ধে ছ'টা নাগাদ লঞ্চ থেকে জেটিতে নামতে গিয়ে লঞ্চ এবং জেটির মাঝখানের ফাঁকা অংশে পড়ে গিয়ে গঙ্গায় তলিয়ে যান। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত মহিলার খোঁজ মেলেনি। অপরদিকে চোখের সামনে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনায় কার্যত ভেঙে পড়েছেন শেফালির পরিবার। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গোলাবাড়ি থানার পুলিশ। এরপর গঙ্গায় নামানো হয় ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ এবং রিভার ট্রাফিক পুলিশকে। তাদের নেতৃত্বে চলছে তল্লাশি শুরু করেছে। ঘটনার খবর পেয়ে মহিলার আত্মীয় পরিজনরাও লঞ্চ ঘাটে এসেছেন। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে উৎকণ্ঠায় গোটা পরিবার।

# টালিগঞ্জ সম্বোধি বুদ্ধ বিহারে দানোত্তম কঠিন চীবর দানোৎসব

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা পুণ্যের আশায় প্রতিবছর বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ত্রিচীবর বা চার খন্ডের পরিধেয় বস্ত্র দান করেন। সাধারণত আষাড়ি পূর্ণিমা থেকে শুরু হওয়া বর্ষাবাস ব্রতের মাধ্যমে এই পোশাক বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দেওয়ার বিধান রয়েছে। যে গৈরিক বস্ত্র তৈরি করা হয় বিশেষভাবে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের মধ্যে তুলো থেকে সুতো তৈরি করে, সততা থেকে কাপড় বুনে, গৈরিক রং করে নানা আচার অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় নিয়ম কানুন মেনে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দান করা হয়।

টালিগঞ্জের মুর এভিনিউ বৌদ্ধ সমিতির উদ্যোগে এবছর ১৬তম দানোত্তম শুভ কঠিন চীবর দানোৎসব এবং মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের

সম্বর্ধনা ও বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠিত হলো টালিগঞ্জ সম্বোধি বুদ্ধ বিহারে। দেশ-বিদেশ থেকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন। ভক্তরা শ্রদ্ধা ভরে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের হাতে এই

ত্রিচীবর তুলে দেন। সংস্থার পক্ষ থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে সম্বর্ধনা তুলে দেওয়া হয়।

এছাড়া সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন এবং ফিন্যান্স কর্পোরেশনের উদ্যোগে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ অংশ নেন। সাধারণ মানুষের মঙ্গল কামনায় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এলাকায় পদযাত্রা করেন।পদযাত্রায় নেতৃত্ব দেন টালিগঞ্জ সম্বোধি বুদ্ধ বিহারের পরিচালক ডক্টর অরুণজ্যোতি ভিক্ষু। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে গৌতম বুদ্ধের দেখানো পথ খুবই প্রাসঙ্গিক। সেই পথেই আমাদের সকলকে এগিয়ে যেতে হবে। অনুষ্ঠান সভাপতিত্ব করেন সংঘরাজ রতনজ্যোতি মহাথের, দিকপাল মহাথের। সপত্নী ব্রিটিশ হাই কমিশনার এন্ড্রো ফ্লেমিং সহ প্রায় এক হাজার ভক্ত মণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ৪ নভেম্বর ২০২৪ ১৮ কার্তিক ১৪৩০ সোমবার

# উপনির্বাচনের ফল ৬-০ করাই পাখির চোখ শাসকদলের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** সামনেই রাজ্যের ছ'টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। শাসকদল তৃণমূলের এখন একটাই লক্ষ্য, এই উপনির্বাচনে ৬-০ ফল করা। পাশাপাশি তৃণমূলের অন্দর সূত্রে এ খবরও মিলছে যে, এই উপনির্বাচনের ফল বেরোনোর পরই শাসক দলের সাংগঠনিক স্তরে রদবদল হবে। এই রদবদলের তালিকায় থাকবে তৃণমূলের একাধিক সাংগঠনিক জেলার সভাপতি, চেয়ারম্যান থেকে টাউন সভাপতি, ব্লক সভাপতিও। তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশের পর্যবেক্ষণ, ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে বিভিন্ন স্তরের সাংগঠনিক নেতাদের এলাকায় দলের পারফরম্যান্সকে অন্যতম মাপকাঠি করে এই রদবদল হতে চলেছে।

একইসঙ্গে ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটকে মাথায় রেখেও পরিবর্তন হবে। এবছর লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল রাজ্যে ৪২টি লোকসভা আসনের মধ্যে ২৯টিতে জয়ী হয়েছে। যা লোকসভা ভোটে জোড়াফুলের ইতিহাসে সেকেন্ড বেস্ট রেজাল্ট।

কিন্তু তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের পর্যালোচনায় দেখা গিয়েছে, কলকাতা-সহ রাজ্যের বহু শহর এলাকায় জোড়াফুলের ভোটব্যাঙ্কে থাবা বসিয়েছে গেরুয়া শিবির। সে জন্য শহর ও শহরাঞ্চলে সাংগঠনিক রদবদলের সম্ভাবনা বেশি বলে তৃণমূলের অভিজ্ঞ নেতারা মনে করছেন। তৃণমূলের সাংগঠনিক দায়িত্বে থাকা এক নেতার বক্তব্য, 'কয়েক মাস আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্যে জানিয়েছিলেন যে, উৎসবের মরশুম শেষ হলে সাংগঠনিক রদবদল হবে। নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান শেষ হবে। তারপর উপনির্বাচনের ভোটগ্রহণ। এরপরই দলে ধাপে ধাপে সাংগঠনিক রদবদলের সম্ভাবনা।'

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, লোকসভা ভোটে সাংগঠনিক নেতাদের পারফরম্যান্স যে তৃণমূলে রদবদলের বড় মাপকাঠি হতে চলেছে, সেটা গত ২১ জুলাইয়ের সমাবেশে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আভাস দিয়েই রেখেছিলেন। তৃণমূলের বিভিন্ন স্তরের একদল নেতা পুরনির্বাচন অথবা পঞ্চায়েতে নির্বাচনে যেভাবে মাটি কামড়ে ভোট ম্যানেজমেন্টের কাজ করেন, তাঁরাই লোকসভা ভোটে তেমন ঘাম ঝরান না বলে দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের কাছে নিচু তলা থেকে ফিডব্যাক এসেছে।

তৃণমূলের এক সাংগঠনিক জেলা সভাপতি এ প্রশ্নও তুলেছেন, যে পুরসভায় অধিকাংশ কাউন্সিলার শাসক দলের, সেখানে কী ভাবে বিজেপি বিভিন্ন ওয়ার্ডে লিড পায় তা নিয়েও। তবে সাংগঠনিক রদবদল পুরোপুরি নির্ভর করছে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তের উপর। এ প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গের একটি সাংগঠনিক জেলার দায়িত্বে থাকা নেতার পর্যবেক্ষণ, দার্জিলিং জেলার সমতল এবং মালদা ও উত্তর দিনাজপুরে যদি অদলবদল হয়, তা হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

অন্যদিকে, বীরভূমে অনুব্রত মণ্ডল নিজের জেলায় ফিরে এসেছেন। ওই জেলা নিয়ে নতুন কোনও সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কি না, তা নিয়ে চর্চা রয়েছে তৃণমূল নেতাদের একাংশের মধ্যে। দক্ষিণবঙ্গে ব্যারাকপুর-দমদম সাংগঠনিক জেলার সভাপতির পদ ফাঁকা। সেখানে কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হবে। পাশাপাশি পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় তৃণমূল এবার কোনও লোকসভা আসনে জয়ী হতে পারেনি। তমলুক সাংগঠনিক জেলায় বদলের সম্ভাবনা রয়েছে বলে সেখানকার এক প্রবীণ নেতার পর্যবেক্ষণ। জঙ্গলমহলে তৃণমূল এবার বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম লোকসভা ছিনিয়ে নিয়েছে। কিন্তু বিষ্ণুপুর, পুরুলিয়ায় জয়ী হতে পারেনি। ওই সব জায়গায় নতুন কোনও মুখ আসে কি না, তা নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে আলোচনা চলছে।

একই সঙ্গে উত্তর কলকাতা সাংগঠনিক জেলা নিয়েও শাসক দলের অন্দরে জোর চর্চা। উত্তর কলকাতার অভিজ্ঞ এক তৃণমূল নেতার কথায়, 'অতীতে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল, আবার তাঁকে এই পদে ফেরানো হয়। বয়সের কারণে এ বার অব্যাহতি দেওয়া সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।'এদিকে তৃণমূল শিবির থেকে এ খবরও মিলছে, চোখের কারণে সাময়িকভাবে কিছুদিন একটু 'আড়ালে' থাকলেও অভিষেকও শীঘ্রই তাঁর জেলাওয়ারি সফর শুরু করতে পারেন। ফের পুরনো কর্মসূচির মতো উত্তর থেকে দক্ষিণে যাত্রা করতে পারেন অভিষেক। প্রথম দফায় কোচবিহার থেকে মালদা সভা-সমাবেশ করার পর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় তা বন্ধ থাকবে। পরীক্ষা মিটলে ফের মুর্শিদাবাদ থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত পথে থাকবেন অভিষেক। তৃণমূল সূত্রে খবর, পুরো পরিকল্পনাই এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এই কার্যক্রমও কী হবে তা নির্ভর করছে তৃণমূল সুপ্রিমো অনুমতির ওপরেই। এরপরই ঘোষিত হবে দলের কর্মসূচিও।

# ছটপুজোর আগে সম্প্রীতি রক্ষার্থে কড়া নির্দেশ নবান্নর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আগামী বৃহস্পতিবার ছটপুজো। তার আগে এই পুজোকে কেন্দ্র করে নদী-ঘাটগুলির সংস্কারের পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় সোশ্যাল মিডিয়ায় কড়া নজরদারির নির্দেশ দিল নবান্ন। এই প্রসঙ্গে নবান্নের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, কোনও ভুয়ো পোস্টে যাতে গুজব না ছড়ায়, সে দিকে রাখতে হবে কঠোর নজর। এদিকে শনিবার মুখ্যসচিবের একটি বৈঠকে কলকাতার মেয়র তথা রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম পুলিশ-প্রশাসনকে ফেক ভিডিয়ো নিয়ে সতর্ক করে দেন। সম্প্রীতি নষ্ট করার 'চক্রান্ত হচ্ছে' জানিয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শও দেন তিনি।

এ প্রসঙ্গে সম্প্রতি নারকেলডাঙায় কালীপুজোর বিসর্জন ঘিরে গুজব ছড়ানোর বিষয়টি টানেন ফিরহাদ। প্রসঙ্গত, নারকেলডাঙায় মোটরবাইক পার্কিং নিয়ে দুই ব্যক্তির বচসাকে কালীপুজোর বিসর্জনের শোভাযাত্রায় হামলা বলে গুজব ছড়ানো হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়।

এদিনের এই বৈঠকে কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা জানান, ছট নিয়ে যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। ফেক ভিডিয়োর উপরেও নজর রয়েছে পুলিশের। মিটিংয়ে ফিরহাদ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু, রাজ্য পুলিশের ডিজি, জেলাশাসকরা, পুলিশ সুপার ও পুলিশ কমিশনাররা।

বৈঠকে হাজির জেলাশাসক ও পুলিশকর্তাদের মুখ্যসচিব জানান, নদী-ঘাটগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজতে হবে। রাতে মহিলারা যাতে নিরাপদে ঘাটে থাকতে পারেন, সেদিকেও নজর দিতে হবে। এ জন্য পর্যাপ্ত আলো ও সিসিটিভি ক্যামেরার বন্দোবস্ত করতে হবে।

ভক্তদেরও ঘাটের দূষণমুক্ত পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। তাঁরা যাতে পরিবেশবান্ধব সামগ্রী ব্যবহার করেন, জোর দিতে হবে তার উপরে। পুজো শেষে পুণ্যার্থীরা ফিরে গেলে ঘাটগুলিকে ফের পরিষ্কার করার দায়িত্ব নিতে হবে প্রশাসনকেই।

## ছট পুজোর আগে গঙ্গার ঘাট পরিদর্শন

**নিজস্ব প্রতিবেদন: ছট পুজো উপলক্ষে রবিবার বেলার দিকে জগদ্দলের এলাল্স জুটমিল গঙ্গার ঘাট এবং ব্যারাকপুরের গান্ধী ঘাট পরিদর্শন করলেন উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক শরদ কুমার দ্বিবেদী, ব্যারাকপুরের নগরপাল অলোক রাজোরিয়া, ব্যারাকপুরের মহকুমাশাসক সৌরভ বারিক-সহ দুই পুরসভার অধিকারিকরা। পবিত্র ছট উৎসবে শিল্পাঞ্চলের সবচেয়ে বেশি পুণ্যার্থীদের সমাগম ঘটে গান্ধী ঘাটে। গঙ্গার ঘাট পরিদর্শন শেষে জেলা শাসক শরদ কুমার দ্বিবেদী বলেন, সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী ছট পুজো উপলক্ষে গঙ্গার ঘাটগুলোতে সমস্ত ধরনের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। ঘাটে ব্যারিকেড, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থেকে শুরু করে অস্থায়ী শৌচাগার-সহ সমস্ত ধরনের ব্যবস্থা ঘাটে থাকছে। জেলাশাসক আরও বলেন, পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তায় জোর দেওয়া হচ্ছে। ঘাটে সিভিল ডিফেন্স-সহ পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন থাকবে। ওয়াচ টাওয়ার ছাড়াও গঙ্গাবক্ষে জলপথেও কড়া নজরদারি থাকবে। ঘাটে ডুবুরিও মোতায়েন থাকবে।**

# সঞ্জয়কে নিয়ে নয়া তথ্য দিল সিবিআই

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আরজি কর হাসপাতালে খুন ও ধর্ষণের ঘটনার তদন্তে নতুন তথ্য পেল সিবিআই। তদন্তকারীরা জানতে পারেন, গত ৯ অগাস্ট ঘটনার পরদিন সকালে এক মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ারকে ফোন করেছিল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়। একইসঙ্গে সিবিআই সূত্রে এও জানানো হয়েছে, সকাল সাতটা নাগাদ সঞ্জয় মত্ত অবস্থায় কল করে পরিচিত ওই মহিলাকে। এই ফোনে সঞ্জয় জানিয়েছিল, 'আমি আপনাকে কিছু বলতে চাই। লোকে আমার সম্পর্কে যাভাবে আমি সেরকম নই।' মহিলা চুপ করে শুনতে থাকেন। আর সঞ্জয় বলে চলে, 'আমি আপনাকে দিদি বলব না। এটা সম্ভব না। আমি আপনাকে কিছুতেই দিদি বলতে পারব না।' এরপর ওপ্রান্তের মহিলা সিভিক জানতে চান, 'কী হয়েছে?' সঞ্জয় কিছু না বলে কেটে দেয় ফোন। এরপর ব্যারাকে নিজের রুমে ঘুমিয়ে পড়ে সে।

আর এখানেই কেন্দ্রীয় সংস্থার গোয়েন্দাদের প্রশ্ন, সঞ্জয় কি তাহলে কিছু কনফেস করতে চেয়ে ফোন করেছিল ওই মহিলাকে? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে ইতিমধ্যেই পশ্চিম মেদিনীপুরের বাসিন্দা ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের সঙ্গে বেশ কয়েকবার কথাও বলেছেন তদন্তকারীরা। এর পাশাপাশি তিনি গোয়েন্দাদের জানান, তাঁর এক আত্মীয় আরজি কর হাসপাতালে জুলাই মাস থেকে ভর্তি ছিলেন। সেই সূত্রেই সঞ্জয়ের সঙ্গে আলাপ হয়। দু'জনের মাঝে মধ্যেই ফোনে কথা হতো। গোয়েন্দাদের ধারণা, সম্ভবত ঘটনাটি সিরিয়াস তা বুঝতে পেরে পরদিন নিজের ইমেজ ঠিক করতে এই কৌশল নিয়েছিল অভিযুক্ত। সিবিআইয়ের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে যে, 'সঞ্জয় ঘটনার পরের দিন এক মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ারকে ফোন করে। ওই মহিলার বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে।' জানা গিয়েছে, সঞ্জয়ের ফোনে বিভিন্ন রোগীর পরিবারের মহিলাদের ফোন নম্বর সেভ করা ছিল। ওই মহিলাদের ফোন করে তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর চেষ্টা করতো অভিযুক্ত কলকাতা পুলিশের সিভিক ভলান্টিয়ার।

এদিকে, সিবিআই তদন্তে আরও উঠে এসেছে, আরজি কর হাসপাতালের ঘটনার তিনদিন আগে থেকে বেপাত্তা ছিল সঞ্জয়। ৫ থেকে ৭ অগাস্ট কলকাতা পুলিশের এএসআই অনুপ দত্তের সঙ্গে সে পশ্চিম মেদিনীপুরের সালুয়ায় গিয়েছিল পুলিশের একটি অনুষ্ঠানে। ঘটনার আগের দিন অর্থাৎ ৭ অগাস্ট, রাত ১১ টায় সালুয়া থেকে বেরিয়ে অনুপের চালক ইকবালের সঙ্গে রাস্তায় দেখা করে সঞ্জয়। দুজনে হাইওয়েতে মদ্যপান করে। এরপর সেখান থেকে সঞ্জয় একাই ফিরে আসে ব্যারাকে।

এদিকে সিবিআই সূত্রে খবর, ৮ অগাস্ট ভোর ৫ টায় সঞ্জয় ব্যারাকে ফিরে ঘুমিয়ে পড়ে। ওই দিন ১২টা নাগাদ দুপুরে অনুপ সঞ্জয়কে নির্দেশ দেন, শুভ দে, সাগর ভট্টাচার্য, সুপ্রিয়া দাস নামে তিনজন রোগী আরজি করে ভর্তি রয়েছেন। তাঁদের দেখভাল করার জন্য। একা না গিয়ে সঞ্জয় বন্ধু সিভিক সৌরভ ভট্টাচার্যকে ফোন করে ডেকে নেয়। কারণ, রোগীদের মধ্যে ছিল সৌরভের ভাই সাগরও।

এদিকে আদালতে জমা দেওয়া চার্জশিটে সিবিআই জানিয়েছে, দুপুর পৌনে তিনটে নাগাদ অনুপের টাকা জমা দিতে সঞ্জয় ও সৌরভ যায় ব্যাঙ্কে। কিন্তু ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকায় দুজনেই মদ খেয়ে ফিরে আসে। এরপর সাড়ে তিনটে নাগাদ সৌরভ চলে যায় ব্যারাকে। সঞ্জয় হাসপাতালে থেকে যায়।

সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা নাগাদ ইমার্জেন্সিতে ঢোকে সে। সেখান থেকে সেভেনথ ফ্লোরে সুপ্রিয়ার সঙ্গে দেখা করতে গেলেও সেখানে রোগীর পরিবারের কাউকে দেখতে পায়নি সে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারে সুপ্রিয়াকে হাসপাতাল থেকে আগেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অনুপের নির্দেশ মতো অর্থোপেডিক ডিপার্টমেন্টে ভর্তি শুভ এবং সাগরের সঙ্গেও দেখা করে সঞ্জয়।

# তন্ময়-তদন্তে সিপিএমের আইসিসি'র গতিতে প্রশ্ন

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** এক সপ্তাহ আগে গত রবিবার এক মহিলা সাংবাদিকের সোশ্যাল মিডিয়া এবং থানায় অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত তন্ময় ভট্টাচার্যকে সাসপেন্ড করেছিল সিপিএম। তন্ময়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ যৌন হেনস্থার হওয়ার কারণে দলের ইন্টারনাল কমপ্লেন্ট কমিটিকে (আইসিসি) তদন্তের দায়িত্ব দেয় আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। এই কমিটির শীর্ষে রয়েছেন প্রবীণ নেত্রী অঞ্জু কর। তবে এক সপ্তাহ কেটে গেলেও তন্ময়কে এখনও ডেকে উঠতে পারেনি আইসিসি। এদিকে মহিলা সাংবাদিকের অভিযোগের ভিত্তিতে বরাহনগর থানা অবশ্য ইতিমধ্যে দু'বার তন্ময়কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।

সূত্রে খবর, ৬ নভেম্বর তাঁকে ফের তলব করেছে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট। কিন্তু আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের আইসিসি কেন সাতদিনেও তন্ময়কে ডেকে পাঠালো না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে সিপিএমের অন্দরেই। তন্ময়ের নিজের কথায়, 'আমাকে এখনও আইসিসি ডাকেনি। যে দিন ডাকবে যাব। আমার বক্তব্য জানাব।'

সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দায়িত্বে রয়েছেন সুজন চক্রবর্তী। তাঁর বক্তব্য, 'দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী আইসিসি সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে কাজ করে। তাই আইসিসি নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে পারি না।' এখানে বলে রাখা শ্রেয়, পশ্চিমবঙ্গে অঞ্জু করের নেতৃত্বাধীন কমিটির কাছে তন্ময়ের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগই প্রথম বড় ঘটনা, যার তদন্ত হতে চলেছে। এদিকে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ঘটনার দ্রুত তদন্তের আশ্বাসে গত রবিবার বিবৃতিও দিয়েছিলেন। তারপরেও তদন্তের উচ্চবাচ্য না-দেখে ধন্দে পড়েছেন সিপিএম কর্মীরা। দলের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর এক সদস্যের প্রশ্ন, 'তন্ময়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠার কয়েক ঘণ্টা পরেই যদি তাঁকে সাসপেন্ড করা যায় তা হলে তাঁকে তদন্তের মুখোমুখি দাঁড় করাতে আইসিসি-র এত সময় লাগছে কেন!'

প্রসঙ্গত, সিপিএমের ইন্টারনাল কমপ্লেন্ট কমিটির তদন্তের পিছনে রয়েছে একটি ঘটনা। পোড়খাওয়া সিপিএম নেতা সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে এক মহিলা আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের নেতৃত্বের কাছে অভিযোগ করেছিলেন। সে অভিযোগ খতিয়ে দেখতেও রেখা গোস্বামী, শ্রীদীপ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে কমিশন তৈরি করেছিলেন সিপিএম নেতৃত্ব। প্রাথমিক তদন্ত করলেও সেই কমিশনও রিপোর্ট জমা দেয়নি বলে সিপিএমের রাজ্য কমিটির একাধিক সদস্যের বক্তব্য। এরপরই কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যৌন হেনস্থা বা নিগ্রহের অভিযোগের তদন্তে ২০১৩ সালের সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট অব উইমেন অ্যাট ওয়ার্কপ্লেস (প্রিভেনশন অ্যান্ড রিড্রেসাল) অ্যাক্ট অনুযায়ী বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি সংস্থায় ইন্টারনাল কমপ্লেন্ট কমিটি তৈরি বাধ্যতামূলক হয়েছে। অনেকেই একে বিশাখা কমিটিও বলেন। আর বিশাখা ও অন্যান্য বনাম রাজস্থান সরকার মামলায় ১৯৯৭ সালে কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা প্রতিরোধে সুপ্রিম কোর্টের তৈরি করে দেওয়া গাইডলাইন পরিচিত বিশাখা গাইডলাইন নামেই। ২০১৮-য় সিপিএমের হায়দ্রাবাদ পার্টি কংগ্রেসে প্রথম দলেও আইসিসি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। যেখানে কোনও মহিলা যদি সিপিএমের কোনও নেতা-সদস্যের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ করেন তা হলে তার তদন্ত আইসিসি করবে বলে ঠিক হয়। সিপিএমে কেন্দ্রীয় ভাবে যেমন আইসিসি রয়েছে, প্রতিটি রাজ্যেও আইসিসি তৈরি করা হয়েছে। এই কমিটি তদন্তের স্বার্থে কোনও আইনজীবীকেও ডাকতে পারে। যিনি অভিযোগ করেছেন তিনি যদি সিপিএমের সদস্য না-হন, তা হলে তাঁকে কমিটি অনুরোধ করতে পারে তাঁর বক্তব্য সশরীরে এসে অথবা লিখিত ভাবে জানানোর জন্যে।

# ভাইফোঁটায় মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে হাজির নেতা, মন্ত্রী ও বিধায়করা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে ভাইফোঁটা। প্রতি বছর তৃণমূলের নেতারা ডাক পান এই অনুষ্ঠানে। তাঁদের ফোঁটা দেন মমতা। প্রতি বছরের মতো নিয়ম মেনেই রবিবার মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে ভাইফোঁটা নিতে আসেন একের পর এক মন্ত্রী, নেতা, বিধায়ক। এই তালিকায় ছিলেন সুব্রত বক্সি, ফিরহাদ হাকিম, জাভেদ খান, অরূপ বিশ্বাস, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়রা।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে ভাইফোঁটা নেওয়ার পর রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'দিদি প্রত্যেক বছর ভাইদের ডাকেন। দিদির এই যে ভাইফোঁটা, এর কোনও তুলনা নেই। প্রত্যেক বছর এই দিনটার জন্য মুখিয়ে থাকি যে কখন দিদির কাছে যাব। আর দিদির হাত থেকে ফোঁটা নেব।'

প্রসঙ্গত, একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। মাস নয়েক বিজেপিতে ছিলেন। ২০২১ সালের অক্টোবরে ত্রিপুরার আগরতলায় এক সভায় তাঁর হাতে ফের তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপিতে যাওয়া যে তাঁর ভুল ছিল, এদিন মমতার কাছ থেকে ফোঁটা নিয়ে বেরনোর সময় বললেন রাজীব। তাঁর কথায়, 'প্রত্যেকের জীবনেই কখনও না কখনও অঘটন ঘটে। সেরকম আমার জীবনে কয়েকটা মাস দুর্ঘটনা ঘটেছিল। তাঁর জন্য আমি অনুতপ্ত। আমি ক্ষমাও চেয়েছি। বারবার বলেছি, সেটা আমার ভুল ছিল। আর মানুষ যদি ভুলটাকে উপলব্ধি করে সঠিক পথে চলতে পারে, সেটাই আসল মানুষের পরিচয়।'

তৃণমূলে এখন তিনি সক্রিয় কি না জানতে চাওয়া হলে রাজীব বলেন, 'আমি সক্রিয়ই রয়েছি। এখন মেদিনীপুরের উপনির্বাচনের দায়িত্বে রয়েছি। দল যখন যেখানে দায়িত্ব দিয়েছে, পালন করেছি। আগামী দিনেও করব। দিদির সঙ্গেই থাকব। দিদি যা বলবেন করব।'

এদিন আবার অন্য মেজাজে দেখা গেল পুরমন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে। কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে ফোঁটা নিতে এসেছিলেন। পরনে ধুতি, পাঞ্জাবি। এদিন রাজনীতি নিয়ে কোনও কথা বলবেন না বলে জানিয়ে ফোঁটা নিয়ে বাড়ির পথে রওনা দেন কলকাতার মেয়র। এদিকে এদিন ফোঁটা নিতে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে হাজির হন কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন মেয়র শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ও। সঙ্গে ছিলেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ও। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দু'জনকে রং মিলিয়ে পোশাক পরতে দেখা যায়। রবিবারও তাঁর অন্যথা হয়নি। গোলাপি পাঞ্জাবিতে অন্য মেজাজে দেখা গেল শোভনকে। মমতার বাড়ি থেকে ফোঁটা নিয়ে বেরনোর সময় শোভন চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'দিদির আশীর্বাদটাই আমার কাছে বড় বিষয়। এই আশীর্বাদকে পাথেয় করেই পথচলা। এই দিনটার জন্য অপেক্ষা করি।' এরপর সক্রিয় রাজনীতিতে ফের কবে তাঁকে দেখা যাবে? প্রশ্ন শুনে মুচকি হেসে শোভন বলেন, 'যেদিন সক্রিয় হব, সেদিন সাংবাদিকদের বুমের সামনে জানাব।'

# ভাইফোঁটার দিন শপথ চিকিৎসক কিঞ্জল নন্দের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আরজি করের ঘটনা যেন বদলে দিয়েছে চিকিৎসক কিঞ্জল নন্দের জীবন। ৮০-র ও বেশি দিন পেরিয়ে গিয়েছে, এখনও বিচার মেলেনি অভয়ার নৃশংস হত্যার। এই ঘটনা যতটা এলোমেলো করে দিয়েছে তরুণী চিকিৎসকের পরিবারকে, ততটাই আঘাত করেছে দেশবাসী তথা রাজ্যবাসীকে। আর এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই ভাইফোঁটার দিন বোনের জন্য অন্যরকম শপথ নিলেন আন্দোলনকারী চিকিৎসক ও অভিনেতা কিঞ্জল নন্দ। গত প্রায় তিন মাস ধরে এক বোনের মৃত্যুর বিচারের দাবিতে যাঁরা শহর জুড়ে ঝড় তুলেছেন তাঁদেরই মধ্যে অন্যতম আন্দোলনকারী এই চিকিৎসক ভাইফোঁটার সকালে স্পষ্ট ভাষায় মনের কথা লিখে জানালেন সোশ্যাল মিডিয়ায়।

এদিন তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, 'ভাই হিসেবে আগলে রাখতে পারিনি, বাঁচাতে পারিনি। যতদিন বিচার না পাব, ভাইফোঁটা নেব না,রাখিও পরব না। সেই যোগ্যতা হারিয়েছি।' বলাই বাহুল্য এই শপথের নেপথ্যে কাজ করেছে কিঞ্জলের প্রিয় বোন আরজি কর কাণ্ডের নির্যাতিতার মৃত্যু ঘিরে থাকা একাধিক প্রশ্ন।

## সম্পাদকীয়

### প্রাক্তন ও বর্তমানের আন্দোলন মোকাবিলা করার তুলনা করা ভুল

১৯৮৩ সালে ডাক্তারদের ধর্মঘট চলাকালীন ডাক্তার প্রতিনিধিদের বৈঠকে জ্যোতি বসু বলেছিলেন, 'আপনারা সীমা ছাড়াচ্ছেন। বিপদে পড়বেন। আগে স্ট্রাইক তুলুন, বাকি পরে। আমার কথা শেষ।' ছোট ছোট বাক্যে জ্যোতি বসুর ভাবপ্রকাশের অভ্যাস সর্বজনবিদিত। তবে সে দিন জুনিয়র ডাক্তারদের যে সব দাবি ছিল, সেগুলো যে কোনও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তোলা হয়ে থাকে। তার মোকাবিলা করতে লাঠি চার্জ, জেল ইত্যাদি হয়েছিল। কিন্তু জুনিয়র ডাক্তারদের বর্তমান আন্দোলনের চরিত্র ভিন্ন। এক ডাক্তার ছাত্রীর হত্যার বিচারের দাবিতে আন্দোলন শুরু হলেও ক্রমশ সেই আন্দোলন দুর্নীতি, হুমকি-প্রথার বিরোধিতায় সরব হয়েছে। যুক্ত হয়েছে সীমাহীন দুর্নীতির জন্য সমাজের নানা স্তরের নাগরিকদের ক্ষোভ। এই আন্দোলন শুধুমাত্র পরিষেবার মানোন্নয়নের জন্য নয়, তার লক্ষ্য অভয়ার বিচার এবং একটি ঘুণ-ধরা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার। আর জি কর কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত অপরাধীদের শাস্তি দান এবং বরখাস্ত নিশ্চিত করার জন্য এই লড়াই। এর অভিঘাত সুদূরপ্রসারী। প্রশাসনের সঙ্গে জুনিয়র ডাক্তারদের বৈঠকের লাইভ সম্প্রচারে দেখা গেল, জুনিয়র ডাক্তাররা প্রশাসনিক প্রধানকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেও তাঁর চোখে চোখ রেখে, যুক্তি দিয়ে দুর্নীতি এবং হুমকি সংস্কৃতির বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন। প্রশাসন কিন্তু অভিযুক্তদের কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করতে অপারগ। এমনকি অভিযুক্তদের বহিষ্কার করে কলেজ কর্তৃপক্ষ 'হুমকি সংস্কৃতি'-কে প্রশ্রয় দিয়েছেন, এমনও অভিমত প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। ১৯৮৩-র জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনকে জ্যোতি বসু যে ভাবে মোকাবিলা করেন, সে ভাবে আজকের আন্দোলনকে মোকাবিলা করা মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে কি সম্ভব?

### শব্দবাণ-৯১

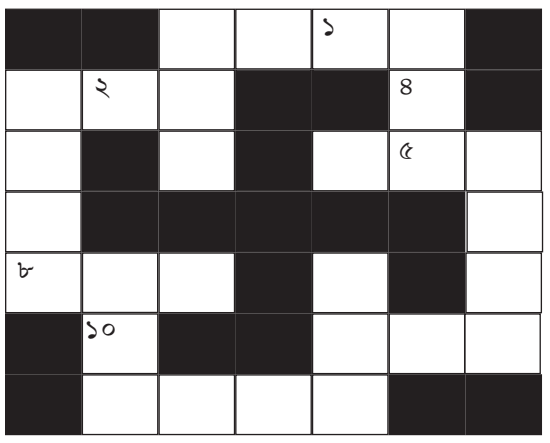

**শুভজ্যোতি রায়**

**সূত্র—পাশাপাশি:** ১. মনের মধ্যে আকস্মিক প্রকাশ ৩. জড়ত্ব, আড়ষ্টতা ৪. অদ্ভুত, আশ্চর্যজনক ৬. শ্রীকৃষ্ণ ৯. রক্ষা বা রক্ষা করা ১০. মৃত্যু।

**সূত্র—উপর-নীচ:** ১. দলনকারী ২. অকপট, খোলামেলা ৩. নেপথ্য ৫. আলোচ্য, বলা হচ্ছে এমন ৭. প্রতিজ্ঞা ৮. পদ্ধতি, ঢং।

### সমাধান: শব্দবাণ-৯০

**পাশাপাশি:** ২. বাংলাদেশ ৫. রিক্ত ৬. রফা ৭. ফাঁকি ৮. কবে ১০. টালবাহানা।

**উপর-নীচ:** ১. খিদে ২. বাপেরবেটা ৩.লাভ ৪. শরিকিয়ানা ৯. সেবা ১১. লঙ্কা।

### জন্মদিন

#### আজকের দিন

ঋত্বিক ঘটক

১৯২৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের জন্মদিন।*
১৯৪৫ *পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল গোপাল কৃষ্ণ গান্ধির জন্মদিন।*
১৯৭১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী তাব্বুর জন্মদিন।*

# দেশের বিকাশে সামাজিক সুরক্ষার প্রসার

**ডঃ মনসুখ মাণ্ডভিয়া**
*কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী, ভারত সরকার*

দেশকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে বিকাশের অভিমুখে যাত্রায় সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি আবশ্যিক এক শর্ত। অর্থনৈতিক সুস্থিতি, মানব মূলধনের বিকাশ, কাজের বাজারে শ্রমশক্তির অবাধ অংশগ্রহণ এবং অর্থনৈতিক নীতিসমূহের কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে সামাজিক সুরক্ষা এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বেকারত্ব ও অসুস্থতার সময় কিংবা কাজ থেকে অবসরের পর মানুষের কাছে আর্থিক সহায়তা পৌঁছলে ভোগব্যয় বজায় থাকে, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হয় এবং বিকাশের পথও সুগম হয়। একটি নির্ভরযোগ্য নিরাপত্তাবলয় নাগরিকদের শ্রম বাজারে প্রবেশ করতে উৎসাহিত করে এবং এর সুবাদে সামূহিক অর্থনৈতিক নীতির প্রয়োগ ও ধারাবাহিক বিকাশের পথ মসৃণ হয়।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর কৌশলগত দিশানির্দেশকে পাথেয় করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক শ্রম আইনগুলির বিধিবদ্ধকরণ, প্রধানমন্ত্রী শ্রমযোগী মান-ধন যোজনা (পিএম-এসওআইএম) এবং ন্যাশনাল পেনশন স্কিম- ট্রেডার্স স্কিমের মতো উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। শ্রম আইনগুলির প্রয়োগে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমন্বিত 'শ্রম সুবিধা পোর্টাল' চালু করা হয়েছে। ন্যাশনাল এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসের পরিমার্জন ঘটিয়ে কেরিয়ার কাউন্সেলিং, বৃত্তিগত দিশানির্দেশ, দক্ষতায়ন সম্পর্কিত তথ্যাদি, শিক্ষানবিশি ইত্যাদি নানা বিষয়ে পরিষেবার সংস্থান সম্বলিত এনসিএস-এর সূচনা করা হয়েছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকদের একটি কেন্দ্রীয় তথ্য ভাণ্ডার গড়তে সূচনা হয়েছে ই-পোর্টালের, যা আধারভিত্তিক এবং কর্মসংস্থানে সম্পৃক্তির সহায়ক। ইএসআইসি কোভিড-১৯ প্রকল্প মারফত অতিমারীতে মৃত এবং বিমার আওতায় থাকা ব্যক্তিদের পরিবারবর্গকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। মাতৃত্বকালীন সুবিধার পরিধি ও মাত্রা বাড়ানো হয়েছে, কমানো হয়েছে ই এস আ ই সি-র জন্য প্রদেয় মাসিক শুল্ক হার।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের আওতাধীন সামাজিক সুরক্ষা সংস্থা এমপ্লয়িজ স্টেট ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন আমাদের দেশের শ্রমিকদের বড় ভরসাস্থল হয়ে উঠেছে। চিকিৎসা ও অন্যান্য নানা সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বিগত ৭ দশকে ইএসআইসি শ্রমযোগী পরিবারগুলির পাশে থেকেছে। তবে গত ১০ বছরে এর কর্মকাণ্ড কার্যত নজিরবিহীন। এর পরিষেবা আগে মিলতো ৩৯৩টি জেলায়, এখন তা পাওয়া যায় ৬৭৪টি জেলায়। ফলে বর্তমানে ৩.৭২ কোটি শ্রমজীবি পরিবার এর আওতায় রয়েছে, যেখানে ২০১৪-র আগে ছিল ১.৯৫ কোটি পরিবার। সুবিধাপ্রাপকের সংখ্যা ২০১৪-র ৭.৫৮ কোটি থেকে বেড়ে ২০২৪-এ দাঁড়িয়েছে ১৪.৪৩ কোটিতে।

সামগ্রিকভাবে শ্রমজীবি মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর প্রসারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বেশ কয়েকটি প্রকল্পের শিলান্যাস করেছেন। ২৯ অক্টোবর ২০২৪-এ ইএসআইসি-র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, আয়ুষ মন্ত্রক, ফার্মাসিউটিক্যাল্স দপ্তর এবং রাসায়নিক ও সার দপ্তরের আওতাধীন মোট ১২,৮৫৫ কোটি টাকার একাধিক প্রকল্পের তিনি সূচনা করেছেন নতুন দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অফ আর্য়ুবেদ- এআইআইএ থেকে।

এইসব কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে ৩০০ শয্যার একটি ইএসআইসি হাসপাতালের উদ্বোধন করেন। ধাপে ধাপে এখানে ৫০০ শয্যার ব্যবস্থা হবে। উপকৃত হবেন বিমার আওতায় থাকা ১৪ লক্ষ মানুষ এবং তাদের পরিবার। এছাড়াও তিনি আরও ৬টি ইএসআই হাসপাতালের শিলান্যাস করেছেন, যেগুলিতে সব মিলিয়ে ১০৩০ শয্যার ব্যবস্থা থাকবে। এই হাসপাতালগুলি তৈরি হবে কর্ণাটকের বোম্মাসান্দ্রা ও নারসাপুরা, মধ্যপ্রদেশের পিঠামপুর, উত্তরপ্রদেশের মিরাট, অন্ধ্রপ্রদেশের অচ্যুতাপুরম এবং হরিয়ানার ফরিদাবাদে। এর মাধ্যমে বিমার আওতায় থাকা প্রায় ৪১ লক্ষ মানুষের চিকিৎসা পরিষেবার সংস্থান নিশ্চিত হবে। এই প্রকল্পবাবদ বিনিয়োগের পরিমান ধরা হয়েছে ১,৬৪১ কোটি টাকা।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই ইএসআইসি হাসপাতালগুলির শিলান্যাস দেশের শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা পরিষেবার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ এক পদক্ষেপ। মোদী সরকারের লক্ষ্য, সকলের কাছে, বিশেষত শিল্পাঞ্চল এবং আধা শহুরে এলাকায় উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। এই হাসপাতালগুলিতে বহির্বিভাগ, অন্তর্বিভাগ, আপৎকালীন বিভাগের পাশাপাশি বিশেষীকৃত চিকিৎসা পরিষেবাও মিলবে। সরকার চায় সঠিক সময়ে, সঠিক পন্থায় উন্নতমানের চিকিৎসা পরিষেবা শ্রমিকদের কাছে পৌঁছে দিতে- যা স্বাস্থ্য সমৃদ্ধ কর্মী বাহিনীর প্রশ্নে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

এই সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলি আমাদের অমূল্য শ্রম সম্পদের সুরক্ষা এবং শ্রমিকদের পরিবারের কল্যাণের প্রশ্নে অপরিহার্য। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ইএসআইসি হাসপাতাল গড়ে তোলার মাধ্যমে মোদী সরকার কর্মীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিষেবার চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে শ্রমিক কল্যাণ এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রশ্নে আন্তরিকতার বার্তা দিতে চায়।

# 'শীর্ষেন্দুদাকে নিয়ে তখন সম্পাদকদের দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না'

**সিদ্ধার্থ সিংহ**

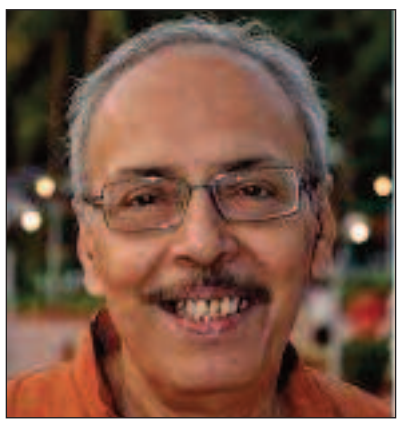

বইয়ের ভাঁজে ফোটোটা পেয়েই মোবাইলে ছবি তুলে নিয়েছিলাম। অফিসে গিয়ে সম্রাটকে দেখাতেই সম্রাট থ'। একটু লজ্জাও পেয়ে গেল। কারণ, ওর গায়ে তখন কোনও জামাকাপড় নেই। আমার কোলে।

আসলে এই ছবিটি কবে তোলা হয়েছিল আমার এখন আর মনে নেই। আমি তখন সম্ভবত ইলেভেন-টুয়েলভে পড়ি। শান্তনুদা, মানে কাস্তেকবি দিনেশ দাসের বড় ছেলে শান্তনু দাস তখন বাংলা কবিতা এবং পত্রপত্রিকা শাসন করছেন।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতে চলেছে প্রথম অফসেটে ছাপা বাংলা পত্রিকা--- ক্ল্যাপস্টিক। সেই পত্রিকার সম্পাদক শান্তনু দাস। আমি সহ-সম্পাদক হিসেবে কাজ শুরু করলাম। শান্তনুদার সঙ্গে যেতাম সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দেবনারায়ণ গুপ্ত, উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী, শিবনারায়ণ রায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি।

শীর্ষেন্দুদা তখন থাকতেন যাদবপুরের কালীবাড়ি লেনে। আমি, শান্তনুদা এবং আমাদের পত্রিকার ফোটোগ্রাফার যখন ওই বাড়িতে ঢুকছি, ফোটোগ্রাফার নিয়ে যাওয়ার কারণ, শান্তনুদাই প্রথম শুরু করেছিলেন লেখার সঙ্গে কবি-লেখকদের ছবি প্রকাশ করা। তাই, আমরা ঢুকতেই যখন দেখলাম একটি বছর দু'-তিনেকের ছোট্ট ছেলেকে দরজার সামনে বসে গামলায় করে স্নান করাচ্ছেন শীর্ষেন্দুদা, তখন আমাদের ফোটোগ্রাফার সঙ্গে সঙ্গে সেটার ছবি তুলে নিয়েছিল।

লেখা নিয়ে কথাবার্তা বলার পর শুরু হল ছবি তোলা। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, তখনও মোবাইল আসেনি। ছবি তোলা ছিল বেশ ব্যয়সাপেক্ষ। শীর্ষেন্দুদার মেয়ের বয়স তখন নয় কি দশ। বউদি-সহ গ্রুপ ছবিও তুলেছিলাম। শীর্ষেন্দুদার ছেলেকে যখন আদর করে কোলে তুলে নিয়েছিলাম, আমাদের ফোটোগ্রাফার ঝপ করে সেই ছবিটাও তুলেছিল।

এই কিছুদিন আগে সম্রাটের মুখে সেই ছবির কথা শুনে শীর্ষেন্দুদা আমার কাছে এক কপি চেয়েওছিলেন।

তাঁর জীবনের প্রথম দু'টি গল্প দেশ পত্রিকার দফতর থেকে ফেরত এসেছিল। তখন ভীষণ ডিপ্রেশনে চলে গিয়েছিলেন তিনি। জীবনের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। এমনকী একসময় আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্তও নেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর মা-বাবা তাঁকে মূল স্রোতে ফেরানোর জন্য শ্রীশ্রী অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের কাছে নিয়ে যান। ঠাকুরের সান্নিধ্যে জীবন বদলে যায় তাঁর।

তিন নম্বর গল্পটি পাঠানোর পর তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, এটা যদি ছাপা না হয়, তা হলে তিনি আর লেখালেখি করবেন না। 'জলতরঙ্গ' নামে সেই তৃতীয় গল্পটিই অবশেষে ১৯৫৯ সালে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ওটাই ছিল শীর্ষেন্দুদার প্রথম মুদ্রিত গল্প।

সাগরময় ঘোষের তাগাদায় প্রথম উপন্যাস 'ঘুণপোকা' লিখেছিলেন তিনি। আসলে ঘুণপোকার শ্যামল চরিত্রটি অনেকটা তাঁর নিজের আদলেই গড়া।

শিশু-কিশোরদের জন্য কোনও কিছু লেখার ইচ্ছা ছিল না শীর্ষেন্দুদার। কিন্তু আনন্দমেলার তখনকার সম্পাদক ও বিশিষ্ট কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর অনুরোধে লেখা শুরু করেন প্রথম কিশোর গল্প। এমনকী নীরেনদা অনেকটা জোর করেই তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নেন প্রথম কিশোর উপন্যাস, যেটা পরবর্তিকালে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে পৌঁছে যায় — 'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি'। এই উপন্যাসের ঠাকুরমার চরিত্রটিও সরোজিনী দেবী নামে তাঁর এক বিধবা ঠাকুমার আদলে গড়া।

শীর্ষেন্দুদার তিনটি বিখ্যাত কিশোর উপন্যাস— 'গোঁসাইবাগানের ভূত', 'ছায়াময়' ও 'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি' নিয়ে বানানো হয়েছে তিনটি সিনেমা এবং তিনটিই বক্স অফিস মাত করেছে।

তাঁর লেখায় ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের প্রভাব সব চেয়ে গভীর ও ব্যাপক। তিনি নিজেই বলেছেন, আমার জীবনযাপনের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে আছেন তিনি। এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই যে, ঠাকুর আমার জীবনের প্রধানতম উপকরণ। তবে আমার লেখার মধ্যে সেটা প্রকটভাবে থাকে না। মানে এমন নয় যে, আমাকে একটা প্রচারকের ভূমিকা নিতে হবে। মানুষের নানারকম বিচ্যুতি-ব্যথা, দুঃখ-বেদনা, পাপ-পুণ্য, প্রেম-ভালবাসা— ঠাকুর তো সবখানেই জড়িয়ে আছেন। তাই মানুষের কথা যখন বলছি, তখন ঠাকুরের কথাই বলা হচ্ছে।

শীর্ষেন্দুদা এই মুহূর্তে প্রথিতযশা লেখক হয়ে উঠলেও তিনি কিন্তু সারাক্ষণ লেখা নিয়ে বসে থাকেন না। এ ব্যাপারে তিনি ভীষণ অলস। লেখার অনুরোধ এলে তার পরই তিনি ভাবনা-চিন্তা শুরু করেন। তারও অনেক পরে লেখায় হাত দেন এবং আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানি, উনি লেখা জমা দেন সবার শেষে। তাই শীর্ষেন্দুদাকে নিয়ে রমাপদ চৌধুরী, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সাগরময় ঘোষদের দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না।

শীর্ষেন্দুদার সমসাময়িক লেখক বন্ধুদের মধ্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। তবে তুই-তোকারির সম্পর্ক ছিল শুধু সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সঙ্গে। মুস্তাফা সিরাজের অতিমাত্রায় 'কর্নেল সিরিজ'-এ ঝুঁকে পড়াটাকে মানতে পারেননি শীর্ষেন্দুদা। এ জন্য সিরাজকে তিনি মাঝে মধ্যে ভর্ৎসনাও করতেন। কারণ তিনি মনে করতেন, 'কর্নেল সিরিজ' লেখা কমিয়ে দিলে সিরাজের কাছ থেকে 'অলীক মানুষ'-এর মতো আরও ভাল ভাল লেখা পাওয়া যাবে।

সুনীলদা, মানে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে রবিবার রবিবার আড্ডা দেওয়ার সময়, সুনীলদা আমাদের সবার সামনেই একদিন বলেছিলেন, শীর্ষেন্দু আমার থেকে অনেক অনেক বড় মাপের লেখক। এটা শুনে কেউ কেউ মন্তব্য করেছিলেন, এটা বন্ধুকৃত্য। সুনীলদার উদার মনের পরিচয়। কিন্তু সুনীলদা যে সত্যি সত্যিই শীর্ষেন্দুদাকে খুব বড় মাপের লেখক মনে করতেন তা আমি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রমাণ পেয়েছি।

মনে আছে, একবার শীর্ষেন্দুদা মিনিবাসে করে ফিরছিলেন। যোধপুর পার্কে নামবেন বলে ঢাকুরিয়া বাসস্টপ থেকে সিট ছেড়ে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। একজন লোক এমনভাবে দাঁড়িয়েছিলেন যে, শীর্ষেন্দুদার পক্ষে দরজার কাছে যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। তাঁকে জায়গা দিতে বললেও তিনি এতটুকুও না সরায় শীর্ষেন্দুদা জোর করে নামতে যাচ্ছিলেন। এই নিয়ে বচসা বাধে। যে লোকটি শীর্ষেন্দুদার সঙ্গে অভব্য আচরণ করছিলেন, তাঁর হাতে ধরা ছিল শীর্ষেন্দুদারই একটি উপন্যাস। সেটা দেখে রূপক, মানে আমার এক সময়ের সহকর্মী, যে রাসবিহারী মোড়ে থাকত, কবিতা লিখত, সেই রূপক চক্রবর্তী বলে উঠেছিল, আপনি কি জানেন আপনি কাকে এই সব কথা বলছেন?

সঙ্গে সঙ্গে শীর্ষেন্দুদা ঠোঁটের কাছে আঙুল নিয়ে রূপককে ঈশারা করে তাঁর নামটি বলতে বারণ করেছিলেন।

শীর্ষেন্দুদার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহে। সেই শৈশবস্মৃতি তিনি খুব সুন্দর ভাবে লিখেছেন তাঁর 'উজান' উপন্যাসে। ওই উপন্যাসের মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রটি আসলে তাঁর নিজেরই চরিত্র।

'পার্থিব' উপন্যাসে তিনি লিখেছিলেন, 'মাটি থেকে ইট হয়, ইট থেকে বাসা--- বাসা পুরাতন হয়ে ভেঙে যায়।' শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ওপার বাংলার ময়মনসিংহ থেকে বাসাবাড়ি গুটিয়ে একদিন পরিবার-সহ চলে আসেন কলকাতায়। এই কলকাতাতেই তাঁর লেখক হয়ে ওঠা।

'ঘুণপোকা' উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার পরের বছরই তিনি তাঁর বান্ধবী সোনামন চক্রবর্তীকে বিয়ে করেন। তাঁর এক মেয়ে আর এক ছেলে। এই ছেলের নামই সম্রাট। সম্রাট মুখোপাধ্যায়। যার কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম এই লেখা।

নিজের লেখালিখি সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন--- হঠাৎ একটা লাইন এসে যায়। ওই যেমন তুলোর থেকে একটা একটা করে সুতো বেরিয়ে আসে, তেমনি ওই লাইন থেকেই শব্দেরা ভিড় জমায়। ভাবনা শুরু হয়, চরিত্র আসে, ঘটনা আসে। আমি শব্দ দিয়ে ছবি দেখতে আরম্ভ করি।

১৯৭৫ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় চাকরিজীবন শুরু করার আগে মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড়ের একটি বিদ্যালয়ে তিনি কিছু দিন শিক্ষকতা করেছিলেন। তার পর ১৯৬১ সালে তাঁর প্রকৃত কর্মজীবন শুরু হয় কালীঘাট ওরিয়েন্টাল একাডেমিতে। যদিও সেই স্কুলবাড়িটি এখন আর নেই। বহুতল বাড়ি হয়ে গেছে।

শীর্ষেন্দুদার জন্যই কয়েক বছর আগে বাংলা সাহিত্যের মুকুটে নতুন একটি পালক জুড়ল। সাহিত্য আকাদেমির 'ফেলো' নির্বাচিত হয়েছেন 'মানবজমিন'-এর স্রষ্টা। 'অমর সাহিত্যের স্রষ্টা'দের এই বিরল সম্মানে ভূষিত করে সাহিত্য আকাদেমি। বলা হয়, এটি সাহিত্য আকাদেমির সর্বোচ্চ সম্মান।

এর আগেও একাধিক পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন তিনি। ১৯৮৯ সালে 'মানবজমিন' উপন্যাসের জন্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর ঝুলিতে রয়েছে বিদ্যাসাগর পুরস্কার (১৯৮৫), আনন্দ পুরস্কার (১৯৭৩ ও ১৯৯০)। ২০১২ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বঙ্গবিভূষণ সম্মানও পান গোয়েন্দা কাহিনির এই ভক্ত।

# কালীপূজা, পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব এবং স্বামী বিবেকানন্দ

**সুবল সরদার**

নক্ষত্র খচিত রাতের আকাশের মতো যদি রাতের পৃথিবী সহস্র দীপের আলোর গ্রহ হয়ে ওঠে কেমন হয়, দ্বীপের দীপিকা বলয় বলে মনে হয়! জোনাকির আলোয় যদি কবিতা হয়, প্রদীপের আলোয় আলোয়-আলোলিকার কাব্য হয় , কেমন হয় ! ভূতের রাজা দিলে বর রাতের বেলায় বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উদয় হয়। শ্যামা পূজা অন্ধকার রাতে আলোয় আলোয় সজ্জিত হয়ে আলোর পূজা হয়ে ওঠে। সেই জন্যে হয়তো রাতের পূজা হয়ে রাতেই সমাপ্ত হয়। ভক্তি-শ্রদ্ধা-আবেগ -অনুভূতি-কল্পনার এক ভয়ঙ্কর সুন্দর রূপ বলা যায়। কালী পূজা কালির পূজা নয় ,আলোর প্রতীক। আলোর মূর্ছনায় আলোর সুর বয়ে যায়। মনে হয় নদীর ঢেউয়ের মতো আলোর পর আলোর লহরী বয়ে যায়।

করাল বদনা,গলায় মুন্ডমালা শোভিত , পিছনে পিছনে রক্ত পিপাসু শিয়ালের দল, টকটকে লাল জবা ফুলের মতো জিহ্বা, এলোকেশী, রক্তাক্ত উন্মুক্ত খাঁড়া হাতে, বিস্ফোরিত লাল চক্ষু , অসুর বিনাশিনী যেন ত্রিভুবন জয় করে ফিরছেন। এমন রূপে তিনি সাধকদের বিমোহিত করেন। সাধক রাম প্রসাদ সেন থেকে পরমহংস রাম কৃষ্ণ দেবের কাছে একমাত্র আরাধ্যা দেবী । তিনি আমাদের কাছে জ্যোতির্ময়ী জগৎ জননী হয়ে ওঠেন। কালী সাধনা নরেন্দ্র নাথ দত্তকে স্বামী বিবেকানন্দ এ রূপান্তরিত করে । নরেন্দ্র নাথ দত্ত তখন যুবা , সদ্য প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়েছেন। একজন ইংরেজ প্রফেসর William Hastie একদিন ক্লাসে কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ র 'The Excursion' কবিতা পড়াচ্ছিলেন। সেখানে 'trance' বা ধ্যানস্থ শব্দ বোঝাতে গিয়ে তিনি বললেন -দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে এক সুন্দর ধ্যানস্থ সাধককে তিনি আজ দেখে এসেছেন। নরেন্দ্র নাথ দত্তের খুব ইচ্ছা হলো সেই কালী সাধককে একবার দেখার। একদিন রামকৃষ্ণ দেবের সঙ্গে দেখা করলেন দক্ষিণেশ্বর গিয়ে । সেই সাক্ষাৎকারের পর কি হয়েছিল আমরা সকলে জানি। রামকৃষ্ণ দেবের এই মানস পুত্র নরেন্দ্র নাথ দত্ত থেকে স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে ওঠেন বিশ্ববাসীর কাছে। জাতির জীবনে এক নতুন ইতিহাস রচনা করে। আমেরিকার শিকাগো শহরে বিশ্ব ধর্ম মঞ্চ জয় করেন । তাঁর শিষ্যা সিস্টার নিবেদিতা তাঁকে অনুসরণ করে ভারতবর্ষে আসেন। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই বীরাঙ্গনা ভারতবর্ষের রেনেসাঁসের অন্যতমা প্রাণপুরুষ ছিলেন। কালী পূজা আমাদের জাতীয় জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলা যায়। স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বদেশীদের মূল মন্ত্র ছিল কালী পূজা। দেশমাতৃকার চরণে প্রাণ উৎসর্গ করার জন্যে কালী পূজা করতেন। আমরা ভবানী পাঠকের কথা জানি। বনে তাঁর সাধনার ক্ষেত্রে ছিল কালী মন্দির। স্বদেশী ভাবনায় ডাকাতি করার আগে মা কালীর পূজা করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে কালী পূজা -ভবানী পাঠকের দলবল নিয়ে উপন্যাসের পটভূমি। কালী পূজা এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম এক অভিন্ন অধ্যায় হয়ে ওঠে।

শরতের শেষ, হেমন্তের আগমনে হঠাৎ দেবীর আগমন ঘটে। পূজা পর্যায়ের শেষ পূজা কালী পূজা বলা যায়। অসুর বিনাশী দেবী কালিকা সাদা-কালোর মধ্যে স্পষ্ট একটা বিভাজন রেখা সৃষ্টি করেন। সাদা নয়, তিনি কালো ,ভয়ের অশনি সংকেত। তিনিই ভয়ঙ্করী আবার তিনিই শুভঙ্করী।

কালী পূজা মানে ভূতের গা ছমছম করা পরিবেশ। রক্ত, ভূত, মৃত্যুর মতো অন্ধকার, আবার কালী পূজা মানে তপোবন, মুনির আশ্রম, কালী মন্দির- স্নেহময় শান্তির নীড় রচনা করে। কালী পূজা মানে বাজির কান ফাটানো আওয়াজে শব্দ দূষণ নয়, রাজনৈতিক পটভূমি নয় ,আর তুকতাক নয়। রাতের শশ্মানে তান্ত্রিকের রাত জাগা তান্ডব। কালী পূজা তান্ত্রিকের দেশ বলে মনে করা হয়। শশ্মানে তাদের কালী পূজার পীঠস্থান হয়ে ওঠে। মনে করা হয় জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জগৎ জননী দেবী চন্ডিকা আমাদেরকে ইহলোক থেকে পরলোকের পথে পরিচালিত করেন।

# মন্ত্রী মলয় ঘটক ও বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালের ভাইফোঁটা পালন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল:** আদিবাসীদের গ্রামে গিয়ে ভাই ফোঁটা দিলেন আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। আসানসোল দক্ষিণের বড়ডাঙা গ্রামে আদিবাসী অধ্যুষিত পাড়া করমডাঙায় তিনি ভাইফোঁটা দেন। গ্রামের মহিলাদের শাড়ি, চাদর উপহার তুলে দেন। যদিও আদিবাসী সমাজে ভাইফোঁটার প্রচলন নেই। কিন্তু অনগ্রসর উপজাতি সমাজকে পাশে থাকার

বার্তা দিয়ে তিনি দিদি হিসাবে গ্রামে গেলেন আদিবাসীদের ভাইফোঁটা দিলেন। অপরদিকে ভাইফোঁটা নিলেন আইন ও শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক। রবিবার আসানসোলের চেলিডাঙায় পৈতৃক বাড়িতে ভাই ফোঁটার আয়োজন করা হয়। এর পাশাপাশি আসানসোল পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র তথা মন্ত্রী মলয় ঘটকের ভাই অভিজিৎ ঘটক দিদি ও বোনদের কাছে ভাইফোঁটা নিলেন।

# কিশোরীকে যৌন নির্যাতন করার অভিযোগ প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** বছর ষোলোর এক কিশোরীকে যৌন নির্যাতন করার অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী এক যুবকের বিরুদ্ধে। পরিবারের তরফে অভিযোগ দায়ের হতেই ওই যুবককে গ্রেপ্তার করে মগড়া থানার পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাপানউতোর। দোষীর কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছে এলাকার লোকজন।

ধৃতের বিরুদ্ধে ৬৪ (২)(১) ধারা ও পকসো আইনের ৪(১) ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। শনিবার গভীর রাতে তালান্ডু স্টেশন এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে চুঁচুড়া আদালতে তোলা হচ্ছে। একইসঙ্গে নির্যাতিতার মেডিক্যাল পরীক্ষার তোড়জোড় চলছে পুলিশের তরফে। হুগলি গ্রামীণ পুলিশের ডিএসপি ক্রাইম অভিজিৎ সিনহা বলছেন, পুলিশ অ্যাকশন নিতে কোনও দেরি করেনি। অভিযোগ পাওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বলাগড়ের তৃণমূল বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী। বলেন, অভিযুক্তের কঠিন শাস্তি প্রয়োজন। আমি ওখানে থাকলে অভিযুক্তের হাত পা ভেঙে তারপর পুলিশে দিতাম। তাতে আমার যা হত সেটা দেখা যেত। পাল্টা তাঁকে খোঁচা দিয়েছেন বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সাউ। তিনি আবার বলছেন, 'বিধায়ক সোশ্যাল মিডিয়ায় যতটা সক্রিয়, ততটা নিজের বিধানসভা এলাকায় সক্রিয় থাকলে হয়তো এই ঘটনা আটকানো যেত।' ইতিমধ্যেই ঘটনার প্রতিবাদে ঘটনার প্রতিবাদে তালান্ডু আড্ডা মোড়ে জিটি রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৩৩১০৫৯০৬০

**Government of West Bengal**
**Press Notice**
e-Tender are hereby invited from bonafide experienced reliable contractor for supplying of (i) Duckling vide **NIT No-01(e)RAD CC 2024-25/SC-DPAP (3rd Call); Dated-30/10/2024.** For details pl visit: **www.wbtenders.gov.in;** Memo No-114/1(20); Dt 30/10/2024.
**Sd/- R. Hansda**
**Assistant Director of Agriculture (Admn)**
**Soil Conservation, DPAP, Purulia**

**Government of West Bengal**
**Press Notice**
e-Tender are hereby invited from bonafide experienced reliable contractor for supplying of (i)Duckling; **vide NIT No-01(e)RAD CC 2024-25/SC-Extn (3rd Call); Dated-30/10/2024.** For details please visit: **www.wbtenders.gov.in**; Memo No-324(14); Dt 30/10/2024. Last date of e-tendering-**16.11.2024 at 6.00 pm.**
**Sd/- A. Saha**
**Assistant Director of Agriculture (Admn)**
**Soil Conservation, Purulia**

# নেশা করার টাকা না মেলায় এক ব্যক্তিকে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট নেশা করার টাকা না মেলায় এক ব্যক্তিকে খুনের অভিযোগ। ঘটনায় আটক দু'জন। ধৃতদের আদালতে তোলার পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খ তিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট থানার অন্তর্গত ল'কলেজ পাড়া এলাকার ঘটনা।

জানা গিয়েছে, চিত্তরঞ্জন বর্মন ও সহদেব বর্মন নামে দুই ব্যক্তি ব্রহ্ম দেব কামেত ও চন্দন কামেত নামে দুই ব্যক্তির কাছে নেশা করা টাকা চেয়েছিলেন। অভিযোগ নেশা করার জন্য সেই টাকা না মেলায় তাঁদের প্রচন্ড মারধর করেন অভিযুক্ত দুই ব্যক্তি। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই দুই ব্যক্তিকে বালুরঘাট সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। যদিও পরবর্তীতে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় চন্দন কামেতকে উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছনোর আগে রাস্তায় তাঁর মৃত্যু হয়। ওই ঘটনায় বালুরঘাট থানার পুলিশ অভিযুক্ত দু'জনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে তোলে। বিচারক সবদিক বিবেচনা করে অভিযুক্ত ওই দু'জনের পাঁচ দিনের পুলিশি হেপাজত মঞ্জুর করেন।

# সিঙ্গুরে মন্ত্রী বেচারাম মান্নাকে ৮১ বছরের দিদি ও বোনেরা ফোঁটা দিলেন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর:** মন্ত্রী বেচারাম মান্না একাশি বছরের দিদির হাতে ফোঁটা নিলেন। রবিবার সিঙ্গুর রতনপুরের বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন রাজ্যের কৃষিজ বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্নার ৬ দিদি এবং খুড়তুতো, জ্যাঠতুতো বোনেরা। বেজায় খুশি মন্ত্রী বেচারাম মান্না। দিদিরা ব্যস্ত মন্ত্রীকে ভাইফোঁটা দিতে পেরে খুবই খুশি। প্রতিবছরে মন্ত্রীর দিদিরা মন্ত্রী ভাইকে ফোঁটা দিতে আসেন। বড় দিদির বয়স ৮১ বছর। তারকেশ্বর নিবাসী বড় দিদি প্রভা দাস। ভাই ফোঁটা উপলক্ষে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বললেন, এই দিনটার জন্য অপেক্ষায় থাকি দিদি ও বোনেরা এই দিনে এসে ভাইফোঁটা দিয়ে যায়।

# তৃণমূল সদস্যর বাড়িতে ভোররাতে দুষ্কৃতীদের হামলা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট:** তৃণমূলের সদস্যর বাড়িতে রবিবার ভোররাতে দুষ্কৃতীদের হামলা, ব্যাপক বোমাবাজি অভিযোগ। ঘটনার তদন্তে বসিরহাট থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহাকুমার বসিরহাট ১ নম্বর ব্লকের গোটরা গ্রাম পঞ্চায়েত তেঘরিয়া গ্রামের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য মৃত্যুঞ্জয় কর্মকারের বাড়িতে। রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতী হামলা বাইরে যথেষ্ট বোমাবাজি হয় বলে অভিযোগ মৃত্যুঞ্জয় কর্মকারের। অভিযোগ পেয়েই ঘটনাস্থলে এসে সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে বসিরহাট থানার পুলিশ। এর আগেও তৃণমূলের এই সদস্যকে খুনের চেষ্টা করা হয়েছিল দুষ্কৃতীরা। বারবার কেন এই তৃণমূল কর্মীর বাড়ি এবং তার উপর হামলা চালানো হচ্ছে তারও তদন্ত চলছে। এই নিয়ে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে তেঘরিয়া গ্রামে। তদন্ত করে দুষ্কৃতীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে পরিবারের পক্ষ থেকে। আগে মৃত্যুঞ্জয় কর্মকার বিজেপির এক প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। পরবর্তীতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের শরিক হতে তৃণমূলে যোগদান করেন। তবে তার উপর বারবার এই দুষ্কৃতী হামলায় রীতিমতো উদ্বিগ্ন তার পরিবারের সদস্যরা। তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে এমনটাই দাবি করেছেন মৃত্যুঞ্জয় ও তার পরিবারের সদস্যরা।

# বাঁধনা পরবে মেতে উঠে গান ধরেছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী চূড়ামণি মাহাতো

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম:** জঙ্গলমহলের মূলবাসীদের একটি প্রধান কৃষিসংস্কৃতি কেন্দ্রীক উৎসব হল বাঁধনা। এই উৎসব সাধারণত কালীপুজো অমাবস্যার দিন থেকে শুরু হয়। সাধারণত, তিনদিন চলে গো-বন্দনার এই উৎসব। কোথাও

কোথাও চার-পাঁচদিন চলে এই বাঁধনা পরব। কালীপুজোর অমবস্যা রাত থেকে থেকে জাগরণ শুরু হয়ে যায় প্রতিটি ঘরে ঘরে। এটা সারা রাত ধরে চলে। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ও আহিরা গানের মাধ্যমে গোরুকে জাগিয়ে রাখার কাজ চলে শুক্রবার দুপুরে থেকে গোঠপুজো করে গোরুকে দিয়ে গোরুর পায়ে ডিম ভাঙানো বাঁধনা উৎসব শুরু হয়ে গেছে। অমাবস্যার পরের দিন অর্থাৎ উৎসবের দ্বিতীয় দিন শনিবার প্রতিটি বাড়িতে গোয়ালে গোরুকে পূজা করার সঙ্গে সঙ্গে চালের গুঁড়ি আর পাইনা লতা বেটে বাড়ির আঙিনায় আলপনা বা চোক পুরা দেওয়া হয়। এদিন লাঙল, জোয়াল, মই প্রভৃতি চাষের যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করা হয়। গৃহকর্তা জমি থেকে এক আঁটি ধান কেটে এনে ধানের শিষ দিয়ে অলঙ্কার তৈরি করে গোরু বা মোষের শিংয়ে পরিয়ে দেন। চাষের যন্ত্রপাতিগুলিকে পুজোর পরে ঘরের ছাদে রেখে আসা হয়। এগুলিকে মাঘ মাসের প্রথম দিনে হালপুহার দিনে নামিয়ে আনা হয়। রবিবার তৃতীয় দিনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে গোরু খুঁটান পর্ব। সমস্ত জঙ্গলমহলবাসীর সঙ্গে সঙ্গেই এই উৎসবে সামিল হয়েছেন প্রাক্তন বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী চূড়ামণি মাহাতো। তিনিও তাঁর পৈতৃক ভিটায় আমলাচটিতে বাঁধনা পরবের নানা রীতি পালনে ব্রতী হয়েছেন।

# সীমান্ত রক্ষীদের ভাইফোঁটা সীমান্তের বোনেদের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট:** ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে পাহারারত জওয়ানদের ভাইফোঁটা দিল সীমান্তের বোনেরা। রবিবার উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার ঘোজাডাঙা সীমান্তের ১০২ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানদের ভাইফোঁটা দেয় সীমান্তের বোনেরা। দেশের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ঘরছাড়া এই জওয়ানেরা, বাড়িতে থাকলে বোনেরদের কাছ থেকে ফোঁটা নিতে আশীর্বাদ শুভেচ্ছা নিতেন। বোনেদেরকে আশীর্বাদ দিতেন আজকের এই বিশেষ দিনে। আজকের দিনে যাতে বোনেরদের ভাইফোঁটা থেকে জওয়ানেরা বঞ্চিত না হন তার জন্য সীমান্তরক্ষী বাহিনী যারা দিনরাত এক করে দেশের নিরাপত্তা দেয় তাদেরকে ভাইফোঁটা দিলেন সীমান্তের বোনেরা।

# ভাইফোঁটায় মুসলিমদের সামিল করলেন বিধায়ক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:** ভাইফোঁটা মূলত হিন্দু ধর্মের অনুষ্ঠান। হিন্দুদের এহেন অনুষ্ঠানে মুসলিমদেরও সামিল করেন পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, এই বছর ও তার অন্যথা হল না।

হিন্দু-মুসলিম একসঙ্গে সম্প্রীতির ভাইফোঁটার আয়োজন হল শ্রীরামপুর খাদি ভবনে রবিবার। এখানে হিন্দু বোন হিন্দু ভাইদের পাশাপাশি মুসলিম ভাইদের কপালে, আবার মুসলিম বোন মুসলিম ভাইয়ের পাশাপাশি হিন্দু ভাইদের কপালে ফোঁটা দেয়। এভাবেই ফোঁটার মধ্যে দিয়ে সম্প্রীতির নজির গড়েছে কালনার পূর্বস্থলীর শ্রীরামপুর গ্রামের বাসিন্দারা। বেশ কয়েক বছর ধরে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের উদ্যোগে এখানে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়ে আসছে। এদিন এখানে এই অনুষ্ঠানে মুসলিম বোনেরা যেমন হিন্দু ভাইদের কপালে ফোঁটা দেন। তেমনই হিন্দু বোনেরাও মুসলিম ভাইদের কপালে ফোঁটা দেন। পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য গাছ প্রদান করা হয়।

# গাছকে ভাইফোঁটা দিয়ে অভিনবভাবে ভাইফোঁটা পালন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** ভাইফোঁটার দিন বাঁকুড়া জেলা ইন্দাস ব্লকের গোবিন্দপুরের ছবিটা একটু অন্যরকম এবং অভিনব। ইন্দাসের বেশ কিছু বোন ভাইয়ের কপালে ফোঁটা না দিয়ে গাছে ভাই ফোঁটা দিলেন। তাদের দাবি একটি গাছ অসংখ্য একটি প্রাণ। গাছ অক্সিজেন দিয়ে জীবকুলকে বাঁচিয়ে রেখেছে। বোনেরা যেমন ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিয়ে ঈশ্বরের কাছে ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করে, একইভাবে এখ

বৃক্ষ ছেদন নয় বৃক্ষরোপণ। গাছ বাঁচলে আমরা বাঁচব। তাই গাছকে ফোঁটা দিয়েই আজকের এই দিনটি পালন করলেন এই বোনেরা। গাছের কপালে ফোঁটা দেওয়ার পর এলাকার সাধারণ মানুষ এবং পথ চলতি সকল মানুষকে প্রসাদ খাওয়ানো হয়।

# দিল্লির শংসাপত্র পেল চুঁচুড়া পুরসভার স্বাস্থ্যকেন্দ্র

**নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া:** ভালো কাজের জন্য দিল্লির শংসাপত্র পেল হুগলি চুঁচুড়া পুরসভার স্বাস্থ্যকেন্দ্র।

গত ২৩-২৫ অক্টোবর দিল্লির স্বাস্থ্য মন্ত্রকের 'ন্যাশনাল হেলথ সিস্টেম রিসোর্স সেন্টারের' দুই সদস্যের প্রতিনিধি হুগলি চুঁচুড়ায় আসেন। পুরসভার ইউপিএইচসি-৩ যেটি মল্লিককাশেম হাট সায়রামোরে অবস্থিত, সেই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে জাতীয় স্তরের বাহ্যিক সমীক্ষা করেন।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মী চিকিৎসক, নার্সদের সঙ্গে কথা বলেন। কী কী

ওষুধ দেওয়া হয়, কোনও মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ দেওয়া হচ্ছে কি না দেখার পাশাপাশি পরিষেবা নিতে আসা মানুষদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেন স্বাস্থ্য কর্মীরা সেটাও দেখেন। রেজিস্ট্রার খাতা সহ যাবতীয় কাজ খতিয়ে দেখার পর দিল্লি ফিরে যান তাঁরা।

এরপর দিল্লির পার্সোনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স স্ট্যান্ডার্ডের অধীন কোয়ালিটি সার্টিফিকেট এসে পৌঁছয় পুরসভার স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। এই শংসাপত্র আরও ভালো কাজের উৎসাহ যোগাবে বাকি স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিকে, এমনটাই জানান পুরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরের চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল। তিনি বলেন, 'স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভালো করার জন্য সব সময় চেষ্টা করে পুরসভা। শহরে চারটে পুরসভা পরিচালিত স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা ইউপিএইচসি আছে। এই পুরস্কার বাকি স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোকেও উৎসাহিত করবে।'

*হুগলির উত্তরপাড়ার বাজার লেনের তরুণ সংঘের শ্যামা মায়ের পুজোর অন্যকুট পুজো উৎসব। ছবি বনস্পতি দে*

# ধানাড়া গ্রামে অনুষ্ঠিত হল গোরু খুঁটানো

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া:** কালীপুজোর দিন থেকে শুরু হওয়া বাঁধনা পরব রবিবার বিকেলে শেষ হল গোরু খুঁটানোর মধ্য দিয়ে।

রবিবার বিকেলে পুরুলিয়ার পাড়া বিধানসভার অন্তর্গত রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের ধানাড়া গ্রামে অনুষ্ঠিত হয় গোরু খুঁটানো। এদিন গোরু খুঁটানো দেখতে শয়ে শয়ে মানুষ ভিড় জমিয়েছিল পুরুলিয়ার বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে।

বাঁদনা পরবের শেষ দিন অর্থাৎ ভাতৃদ্বিতীয়াতে পালন করা হল গোরু ও মহিষ (কাড়া) খুঁটানো অনুষ্ঠান। এদিন বিকেলে গোরু ও মহিষ (কাড়া) শক্ত খুঁটিতে বেঁধে চামড়ার ঢাল দিয়ে তাদের মাথায় ঠেকানো হয়। গোরু উত্তেজিত হয়ে উঠে সেই ঢালকে গুঁতিয়ে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। এইভাবে গ্রামে গ্রামে ভাইফোঁটার দিন গোরু খুঁটানো হয়।

**আর্মচেয়ার ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড**
CIN NO : L67120WB1981PLC033907
রেজি অফিস : -এ, নেতাজি সুভাষ রোড ৪র্থ তল, রুম নং : ১৯, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন : +৯১ ৩৩ ২২৩১ ০৪৪৮
ই-মেল আইডি : armchairinvestments@yahoo.in
ওয়েবসাইট : www.armchairinvestments.co.in
**নোটিশ**
এতদ্বারা ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ২৯ এবং তৎসহ পঠিত রেগুলেশন ৪৭ অধীনে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে নিয়মিত বিষয় সহ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং ছয় মাসের স্ট্যান্ডালোন অনিরীক্ষিত অর্থিক ফলাফল বিবেচনা এবং অনুমোদনের জন্য আর্মচেয়ার ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের ডিরেক্টর বোর্ডের সভা কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস ২৩-এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৪র্থ তল, রুম নং ১৯, কলকাতা- ৭০০০০১ ঠিকানায় বুধবার ১৩ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে দুপুর ১২.৩০টায় এক সভা অনুষ্ঠিত হবে।
সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.armchairinvestments.co.in এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট www.cse-india.com থেকে যেখানে কোম্পানির শেয়ারসমূহ তালিকাভুক্ত রয়েছে।
বোর্ডের আদেশক্রমে
স্বা/-
মঞ্জু দেবী কানোরিয়া
স্থান : কলকাতা ম্যানেজিং ডিরেক্টর
তারিখ : ০২ নভেম্বর ২০২৪ (ডিন - ০০৮৯৪০৬১)

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩)
৯ম তল, "জীবন সুধা বিল্ডিং", ৪২-সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১
**দাবি নোটিশ**
**১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।**
**RC/76/2022**
**স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**
**বনাম**
**মেসার্স এম.এন.সি. হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস এবং অন্যান্য**
প্রতি
**(সিডি ১) মেসার্স এম এন সি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস**
বিএফ -৭৫, একতলা, সম্মুখ ভাগে, সেক্টর -১, সল্ট লেক, কলকাতা : ৭০০০৬৪,
**আরও ঠিকানা :** ২৭ ওয়েস্টন স্ট্রিট, রুম নং ১২৬, কলকাতা : ৭০০০১২।
**(সিডি ২) সুপ্রিয় মৈত্র,** অংশীদার -মেসার্স এম এন সি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস, বিএফ -৭৫, একতলা, সম্মুখ ভাগে, সেক্টর -১, সল্ট লেক, কলকাতা : ৭০০০৬৪, আরও ঠিকানা : ১৯, নগেন্দ্রনাথ রোড, আনন্দ বিহার হাউসিং, ব্লক -২, ফেজ -২, দমদম, কলকাতা : ৭০০০২৮।
**(সিডি ৩) তন্ময় চ্যাটার্জি,**
অংশীদার- মেসার্স এম এন সি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস, বিএফ-৭৫,একতলা, সম্মুখ ভাগে, সেক্টর -১,সল্ট লেক, কলকাতা : ৭০০০৬৪।
**আরও ঠিকানা :** ১০৪, হেমচন্দ্র নস্কর রোড, ৫মতল,কলকাতা : ৭০০০১০।
**(সিডি ৪) চিনু রানি মন্ডল,**
মন্ডলহাট, চাকদহ, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা : ৭৪১২২২।
**(সিডি ৫) প্রাণকৃষ্ণ মন্ডল,**
মন্ডলহাট, চাকদহ, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা : ৭৪১২২২।
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩) কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **TA/845/2014** অনুযায়ী পরিমাণ **১৪৪৩৯২৭.৮৩ টাকা (চোদ্দ লাখ তেতাল্লিশ হাজার নয় শত সাতাশ টাকা এবং তিরাশি পয়সা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ১৯.৫০ শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক ২০.০৮.২০১৪ থেকে সমুদয় শুল্ক **১৭০০০ (সতের হাজার টাকা) টাকা** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/সম্পূর্ণ/সীমিত)।
২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।
৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **১৭.১২.২০২৪** তারিখে সকাল ১১.৩০টায় পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।
৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : ১০.০৫.২০২৪
স্বা/-
**রিকভারি অফিসার**
**ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল**
**কলকাতা (ডিআরটি ৩)**

# গাঁদা ফুল চাষে স্বনির্ভর গোষ্ঠী-বেকারদের পথ মহিলাদের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** গাঁদা ফুল চাষ করে বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠী থেকে শুরু করে বেকার যুবক-যুবতীদের পথ দেখাচ্ছেন কৈলাসপুর এলাকার মহিলারা। কালীপুজোর আগে গাঁদা ফুলের চাহিদায় রীতিমতো হাঁসি ফুটেছে উৎপাদনকারীদের। কিন্তু কয়েকদিন আগে ডানা ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে গাঁদা ফুলের জমিগুলিতে আংশিক ক্ষতি হয়েছে বলেও জানিয়েছেন কৈলাসপুর গ্রামের মহিলা ফুল চাষিরা। ইতিমধ্যে ওই গ্রাম থেকে পাইকারেরা নির্দিষ্ট দাম দিয়ে গাঁদা ফুল কিনে নিয়ে যাচ্ছেন বলেও জানিয়েছেন তাঁরা। পুজোর মরশুমে মালদার খুচরো বাজারে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে গাঁদা ফুলের। সেইদিকে লক্ষ্য রেখে উদ্যান পালনের সহযোগিতা নিয়েই ব্যাপক চাষ হয়েছে কৈলাসপুর গ্রামের গাঁদা ফুলের।

উল্লেখ্য, পুরাতন মালদা ব্লকের মুচিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কৈলাসপুর এলাকায় ২৫ থেকে ৩০ টি পরিবার নিজেদের জমিতেই পৃথকভাবেই গাঁদা ফুল চাষ শুরু করেছেন। কয়েক বছরের ব্যবধানে এই গাঁদা ফুল চাষ করে ব্যাপক লাভের মুখ দেখেছেন

উৎপাদনকারীরা। পুরুষদের পাশাপাশি ওই গ্রামের বেশ কিছু মহিলারাও ইতিমধ্যে গাঁদা ফুল চাষে রীতিমতো আগ্রহ বাড়িয়েছে।

কৈলাসপুর গ্রামের মহিলা গাঁদা ফুল চাষি নমিতা মন্ডল, ববিতা সরকার, কৃষ্ণা হালদারদের বক্তব্য, কারও পাঁচ বিঘা, আবার কারও দশ বিঘা জমি রয়েছে। যে যার মতো নিজেদের জমিতে গাঁদা ফুল চাষ করছে। বিভিন্ন জাতের গাঁদা ফুলের চাষ হয়ে থাকে। এক বিঘা জমিতে ৪ থেকে ৫ মন গাঁদা ফুল উৎপাদন হয়। ফলে চাষের তুলনায় লাভের অংকটা অনেকটাই বেশি মিলছে। পুজোর বাজারে মালদায় ফুল ব্যবসায়ীরা মূলত হাওড়া থেকে এই গাঁদার আমদানি করে থাকেন। তাতে খরচ এবং বেচাকেনার ক্ষেত্রে দামও অনেকটা বেশি পড়ছে। এক্ষেত্রে মুচিয়ার গাঁদা ফুল এখন মালদার বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। যার ফলে ফুল ব্যবসায়ীরা নির্দিষ্ট দামে ক্রেতাদের গাঁদা ফুল দিতে পারছেন। পাশাপাশি উদ্যান পালন দপ্তরের সহযোগিতা নিয়ে বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা দল হোক বা অন্যান্য গ্রামবাসীরা আগ্রহ প্রকাশ করলেই তাদের গাঁদা ফুলের চাষ সম্পর্কে নানান পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ জানিয়েছেন, বিভিন্ন ধরনের ফুল অথবা ফল চাষের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার নানান ভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। পুরাতন মালদায় গাঁদা ফুল চাষ করে অনেক পরিবার বর্তমানে স্বাবলম্বী হয়েছে। তবে অনেক সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কাছে কারোর কিছু করার থাকে না। তারপরেও ফুল চাষিরা ভালোই উৎপাদন করেছেন মহিলারা। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকেও গাঁদা ফুল চাষের ক্ষেত্রেও নানাভাবে আগ্রহ বাড়ানোরও জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

# হিন্দু মুসলিমের মিলনক্ষেত্র কোটা গ্রামের ভেলা ভাসান আজও জনপ্রিয়

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ:** চিরাচরিত রীতি মেনে প্রতিবছরের মতো এ বছরও মহাধুমধামে বুদবুদের কোটা গ্রামে ভেলা ভাসান অনুষ্ঠিত হয়। ভাইফোঁটার দিন বিকালে শুরু হয় এই ভেলা ভাসান অনুষ্ঠান। বিকাল পাঁচটা থেকে শুরু হওয়া এই অনুষ্ঠান চলে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত। মাত্র কয়েক ঘণ্টার এই অনুষ্ঠানের জন্য বসে মেলা। যা সাতদিন ধরে চলে। ভেলা ভাসান অনুষ্ঠানকে ঘিরে কোটা গ্রামে মেলার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ও বিচিত্রা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কোটা গ্রামের বাসিন্দা শেখ শাহাদাদ জানিয়েছেন, ছোট থেকে তারা এই অনুষ্ঠান দেখে আসছেন। এই অনুষ্ঠান তাদের বাবা ঠাকুরদার আগের আমল থেকে চলে আসছে। হিন্দু মুসলিম সহ বিভিন্ন ধর্মের মানুষেরা এই মেলায় যোগদান করেন। বুদবুদের কোটা গ্রামের মানুষের পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই অনুষ্ঠান দেখতে কোটা গ্রামে ছুটে আসেন অনেক দর্শনার্থী। কোটা গ্রামের বাসিন্দা বাসুদেব

আঁকুরে জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার দুর্গাপুজো উপলক্ষে যে কার্নিভালের আয়োজন করে। কোটা গ্রামের কালী পুজো উপলক্ষে এটাও এক ধরনের কার্নিভাল যা কোটা গ্রামের ঐতিহ্য। এই পরম্পরা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। আগামী দিনে আরও চলতে থাকবে। মূলত কালীপুজোর সময় কোটা গ্রামে একটি শিবের, একটি হরগৌরি ও বেশ কয়েকটি কালীপুজোর আয়োজন করা হয়। গ্রামের প্রবীণদের কাছে জানতে পাওয়া গিয়েছে কোনও এক সময় গ্রামের বাসিন্দারা ঠিক করেন গ্রামের প্রতিমা নিরঞ্জন করতে যা খরচা তাতে গ্রামের মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠত না। আবার গ্রামের মানুষ প্রতিমা দর্শনের জন্য অপেক্ষায় থাকত। তাই তারা ঠিক করেন। তারা যে পুকুরে ঠাকুর বিসর্জন দেন সেই পুকুরে ভেলায় ঠাকুর ভাসিয়ে গ্রামের মানুষকে এক জায়গায় জড়ো করে প্রতিমা দর্শনের সুযোগ করে দেবেন। সেই মতো গাড়ির টিউবের ওপর বাঁশ ও খড় দিয়ে ভেলা তৈরি করে সেই ভেলার ওপর গ্রামের সমস্ত দেব-দেবীদের নিয়ে গোটা পুকুর জুড়ে পরিক্রমা করে সন্ধ্যার পর প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়। ভেলা ভাসান অনুষ্ঠান ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠায়। দূরদূরান্তের মানুষের কাছে খবর পৌঁছে যাওয়ার পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দর্শনার্থীরা এই ভেলা ভাসান অনুষ্ঠান দেখতে ভিড় করেন কোটা গ্রামে। যা প্রতি বছর একই ভাবে চলে আসছে।

## নিরাপত্তারক্ষী রেখেও আটকানো গেল না চুরি, সোনার গয়না ও নগদ নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ:** বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিরাপত্তা রক্ষী রেখেও আটকানো গেল না চুরি। বাড়িতে নিরাপত্তা রক্ষী আসার আগেই নাকি চোরের দল বাড়ির দরজার তালা ভেঙে, সমস্ত বাড়ি লণ্ডভণ্ড করে বাড়ির মধ্যে থাকা মূল্যবান সোনার গয়না ও নগদ অর্থ নিয়ে চম্পট দিল।

ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে। এই ঘটনাটি দেখে হতচকিত আসানসোল কর্পোরেশনের ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের নন্দন কলোনি এলাকার বাসিন্দারা। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা যায় জেকে নগর বাজারের এক ওষুধ দোকানের মালিক সরোজ কুমার দে। বসবাস করেন রানিগঞ্জের নন্দন কলোনী এলাকায়। গত কয়েকদিন হল তারা সপরিবারে বাঁকুড়া জেলার, ইন্দাস থানার সমসার গ্রামে তাদের পারিবারিক কালী পুজোয় যোগ দিতে গেছিলেন। তবে বাড়ি পাহারার জন্য রাতের দিকে নিরাপত্তা রক্ষীর ব্যবস্থাও করেছিলেন তিনি। তবে এরপরও শেষ রক্ষা হল না। বাড়ির সদস্যরা শনিবার রাত্রেই খবর পেলেন বাড়ির দারোয়ান কাজের যোগ দেওয়ার জন্য এসে লক্ষ্য করেন, বাড়ির সদর দরজার তালা ভাঙা, বাড়ির সব

সামগ্রী লন্ডভন্ড হয়ে রয়েছে, বিষয়টি লক্ষ্য করে পাড়া-প্রতিবেশীরাও হাজির হয়ে তাদের এই ঘটনার কথা জানান। খবর দেওয়া হয় রানিগঞ্জ থানার পাঞ্জাবি মোড় ফাঁড়ির পুলিশকে। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করে। বাড়ির সদস্যদের দাবি বাড়ির নিরাপত্তারক্ষী যে মোতায়েন করা হয়েছিল তার কাজে যোগ দেওয়ার সময় ছিল সন্ধ্যা ছটা থেকে তবে তারপরও সাড়ে আটটার নাগাদ তারা খবর পায় যে তাদের ঘরের চুরির ঘটনা ঘটেছে, যা শুনেই হতবাক হয়ে পড়ে তারা। এই ঘটনার কোন ছবিও ধরা পড়েনি কারণ ওই সমস্ত এলাকায় বাড়ির চারপাশে কোনও সিসিটিভি ক্যামেরা নেই। কিভাবে নিরাপত্তা রক্ষী মোতায়ন করে যাওয়ার পরও বাড়ির মধ্যে চুরির ঘটনা ঘটল তা নিয়েই ভাবিয়ে তুলেছে তাদের। বাড়ির সদস্যদের দাবি, বেশ কয়েক ভরি সোনার গয়না ও নগদ প্রায় ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা বাড়ি থেকে চোরের দল বিভিন্ন আলমারি ভেঙে নিয়ে চম্পট দিয়েছে।

পুলিশের বিশেষ দল ঘোষণা করে তদন্ত শুরু করে শনিবার রাতেই বেশ কয়েক দফায় এলাকার বিভিন্ন অংশে তল্লাশি চালানোর সঙ্গে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি জারি রেখেছে পুলিশ।

## ভাইফোঁটায় এবার মালদায় হটকেকের মতো বিক্রি হচ্ছে পোস্তের রসকদম্ব, দুধ চমচম!

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** পোস্তের রসকদম্ব, দুধ চমচম, ক্ষীরের রসমালাই এমনই রকমারি মিষ্টি ভাইফোঁটায় চমক দিচ্ছে মালদায়। রীতিমতো মালদার ইংরেজবাজার শহরের অধিকাংশ মিষ্টির দোকানে সুস্বাদু বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি কিনতে হিড়িক পড়ে গিয়েছে ক্রেতাদের মধ্যে। ভাইফোঁটার দিন সকালে মন মাতানো মিষ্টি কিনতে এখন অধিকাংশ ক্রেতারা ইংরেজবাজার শহরের নেতাজি সুভাষ রোড, গৌড়রোড এলাকার কয়েকটি প্রসিদ্ধ মিষ্টির দোকানে ভিড় জমিয়েছেন। যদিও মিষ্টি বিক্রেতাদের বক্তব্য, ক্রেতাদের সাধ্যের মধ্যে রয়েছে মিষ্টির দাম। ১০ টাকা থেকে শুরু করে ৫০ টাকা পর্যন্ত মিষ্টি রাখা হয়েছে। কিন্তু ভাইফোঁটার মধ্যে বাজারে ছানা এবং ক্ষীরের যেন আকাল পড়ে গিয়েছে। চাহিদা অনুপাতে পাইকারেরা ক্ষীর এবং ছানার জোগান দিতে পারছেন না। ফলে ক্রেতাদের চাহিদা মতোন রকমারি মিষ্টি বানাতে গিয়েও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। ইংরেজবাজার শহরের নেতাজি সুভাষ রোড এলাকায় রয়েছে প্রতিষ্ঠিত মিষ্টি ব্যবসায়ীর রতন সুইটের দোকান। সেখানে এবার থরে থরে সাজানো রয়েছে পোস্তের রসকদম্ব, দুধ চমচম, ক্ষীরের কানসার্ট। এক পিসের দাম ১০ টাকা। ক্ষীরের রসমালাই, মিহিদানা থেকে বুদে আবার মিষ্টি দই রকমারি এই মিষ্টি কিনতেই ওই দোকানে লাইন উপচে পড়েছে।

সংশ্লিষ্ট দোকানের মিষ্টি ব্যবসায়ী অঞ্জন কুমার দাস বলেন, ভাইফোঁটার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মিষ্টির চাহিদা ব্যাপক। আরও অনেক রকমের মিষ্টি বানানোর ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ছানা এবং ক্ষীরের উৎপাদন কমে গিয়েছে। জানি না এটা কেন হয়েছে। ফলে ক্রেতাদের চাহিদা মতো বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি বানাতে গিয়েও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। তবে এবারে রসকদম্ব থেকে দুধের চমচমের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

মালদা জেলা মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির কর্মকর্তা বিজয় দাস বলেন, সারা বছরই বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি বানিয়ে চমক দেওয়া হয়। মালদার কানসার্ট, রসকদম্বের সুনাম দেশজুড়ে রয়েছে। ভাইফোঁটার মধ্যে অনেকেই মালদার মিষ্টি বিদেশে নিয়ে যান। লালমোহন, ল্যাংচা, সন্দেশ, লাড্ডু, মিহিদানা ভাইফোঁটার মধ্যে সব রকমের মিষ্টির চাহিদায় রয়েছে চরম। মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের মহদিপুর এলাকা থেকেই মূলত ছানা এবং ক্ষীর বিক্রি করতে আসেন পাইকারেরা। ধীরে ধীরে এই ব্যবসা থেকে অনেকেই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। ফলে আগামীতে মিষ্টির ব্যবসার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয়ের মধ্যে রয়েছি আমরা।

## লরির চাকার নীচে পিষ্ট হয়ে মৃত্যু এক ব্যক্তির

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট:** লরির চাকার নিচে পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের অন্তর্গত বাদামাইল এলাকার ঘটনা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘাতক লরিটি বাদামাইল এলাকার একটি ধর্ম কাঁটা থেকে বেরোনোর সময় এই পথ দুর্ঘটনাটি ঘটে। সেই সময় লরিতে উঠতে গিয়ে লরি থেকে অসাবধানতাবশত নিচে পড়ে যান লরির খালাসি। অন্যদিকে, গাড়ির চালক সেটি বুঝতে না পারায় খালাসির উপর দিয়েই চলে যায় লরিটি। এর ফলে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় খালাসির। যদিও ঘটনার পরেই ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় লরির চালক। এদিকে বিষয়টি সামনে আসতেই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে স্থানীয়রা। যদিও ঘটনাস্থলে মৃত্যু হওয়া লরির খালাসির নাম পরিচয় এখনও জানা যায়নি। অন্যদিকে, বালুরঘাট থানার পুলিশ মৃতদেহটি ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

## বাঁকুড়া জেলা ইমাম মোয়াজ্জিন ও উলামা সংগঠনের প্রথম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** ইমামদের কাজ শুধুমাত্র মসজিদ পরিচালনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এছাড়াও তাদের কাঁধে সমাজের প্রতি বড় দায়িত্ব রয়েছে। মুসলিম সমাজকে সঠিক দিশা দেখানো ছাড়াও জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের স্বার্থে কাজ করা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা, বৃক্ষরোপণ করা এবং অসহায়দের পাশে দাঁড়ানো এই দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। এই উদ্দেশ্যকে সফল করতে বাঁকুড়া জেলায় ইমাম মোয়াজ্জিন উলামা সংগঠনের প্রথম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের থানার ময়রা পুকুর মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে। পাশাপাশি এই দিন অসুস্থ ইমাম সাহেব সহ বেশ কিছু অসহায় ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতা করা হয় এই সংগঠনের পক্ষ থেকে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলেম তথা মাদ্রাসা দারুল উলুম সেহারা বাজারের শাইখুল হাদিস এবং দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রথম স্থান অধিকারী মুফতি সাইফুল্লাহ কাসেমী সহ অন্যান্যরা। এই সম্মেলন থেকে অসহায় ইমাম এবং তাদের পরিবারের দুঃস্থ সদস্যদের সাহায্য প্রদানের ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে রাজ্যের প্রধান হজ ট্রেনার মুফতি ইব্রাহিম সাহেব হজের করণীয় এবং তার তাৎপর্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। প্রধান অতিথি মুফতি সাইফুল্লাহ সাহেব বলেন, ইমামের মর্যাদা সমাজে সবার আগে এবং জীবনে ইমামের সামনে কেউ স্থান নিতে পারে না; যারা চেষ্টা করবে, তাদেরকে মৃতের সঙ্গে তুলনা করা হবে।

## নিষিদ্ধপল্লিতে ভাইফোঁটা নিলেন মহকুমা শাসক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর:** বিগত বছরগুলোর মতো এবারও পতিতাপল্লিতে গিয়ে ভাইফোঁটা নিলেন ঘাটালের মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস। এই নিয়ে পরপর চার বছর ভাইফোঁটা নিয়ে দুর্বারপল্লির মহিলাদের মুখে হাসি ফোটালেন। এবারও শঙ্খ বাজিয়ে, মঙ্গলসূত্র পরিয়ে মঙ্গলাচারের মধ্য দিয়ে মহকুমা শাসককে ভাইফোঁটা দিলেন সেখানকার মহিলারা।

নিজেদের ভাই থাকলেও ভাইফোঁটার দিনও তাদের কাছে পৌঁছতে পারেন না ঘাটালের দুর্বার পল্লির মহিলারা। একপ্রকার সামাজিক বয়কটের শিকার তারা। পরিবারের কাছেও ব্রাত্য। তাদের কাছেই ভাই ফোঁটা নিয়ে এলেন ঘাটালের মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস। দুর্বার পল্লির মহিলাদের হাতে তুলে দিলেন নানান উপহার সামগ্রী। রেডক্রস সোসাইটির তৈরি করা এই প্রেক্ষিতে রবিবারের সকালে তাদের কাছে পরিবার পরিজনদের অনুভূতি এনে দেন ঘাটালের মহকুমা শাসক।

ঘাটালের দুর্বারপল্লিতে যেসব দুর্বার সদস্যা থাকেন, অনেকে তাদের পতিতা বলেন। তাদের এলাকাটিকে অনেকের মুখেই ঘাটালের রেডলাইট জোন বলতে শোনা যায়। বিভিন্ন উৎসবের মতো ভাইফোঁটার দিনেও এই দুর্বারপল্লির মহিলাদের মন অন্ধকারে ঢেকে থাকে। আনন্দ উৎসবের এই বিশেষ দিনগুলিতে পরিবারের সদস্যদের কথা মনে করলেও তাদের সংস্পর্শে যেতে পারেন না। বুকের মধ্যে একরাশ দুঃখ কষ্ট চেপে রাখতে হয় তাদের।

খুশির পরিবেশ তৈরি করে তাদের মুখে একটু হাসি ফোটাতে এই সময় দুর্বার পল্লিতে যান দুই একটি সংস্থার স্বেচ্ছাসেবীরা। ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটির ঘাটাল মহকুমা শাখার পক্ষ থেকে কয়েক বছর ধরে বিবেকানন্দ মোড় এলাকার এই দুর্বার পল্লিতে অনুষ্ঠান করে বিভিন্ন রকমের পোশাক উপহার দেওয়া হচ্ছে। বিগত চার বছর সেই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকছেন ঘাটালের মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস। এই মহিলাদের ভাই হিসেবে প্রথমেই ফোঁটা নিতে উপস্থিত থাকেন তিনি। সমস্ত নিয়ম নীতি মেনেই তাকে ভাই হিসেবে বরণ করেন দুর্বার পল্লির মহিলারা। ভাইয়ের মতো যথাযোগ্য সম্মানও করেন।

মহকুমা শাসক বলেন, চারবছর ধরে ভাইফোঁটার দিন তাদের ভাই হিসেবে উপস্থিত থাকার চেষ্টা করেছি। চেষ্টা করি এদের জন্য ভালো কিছু করার।

## বৃদ্ধাশ্রমে আবাসিকদের মধ্যে ভাইফোঁটার আয়োজন কর্তৃপক্ষের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল:** অন্ডালের খান্দরা উদবর্তন বৃদ্ধাশ্রমে হল ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান। হাজির থাকলেন অতিথিরা। ছিল মধ্যাহ্নভোজ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও। এদিন রবিবার প্রতিবছরের মতো খান্দরা উদবর্তন বৃদ্ধাশ্রমে ঘটা করে হল ভাইফোঁটা অনুষ্ঠান। এবারে ৮ বছরে পদার্পণ করল এই অনুষ্ঠান। আবাসনের পরিচালন কমিটির সদস্যা লক্ষ্মী বক্সী জানান, ২০১৭ সালে ঠিক ভাই ফোঁটার আগের দিন দুই আবাসিক মহিলা খুব দুঃখের সঙ্গে জানিয়েছিলেন 'এক সময় পরিবার পরিজন নিয়ে ভাইফোঁটায় কত আনন্দ করতাম, কিন্তু আর বোধ হয় এই জীবনে ভাইফোঁটা দিতে পারব না।' তাদের এই কথায় কর্তৃপক্ষ সেই বছর থেকেই আবাসনের আবাসিকদের মন ভালো করতেই শুরু করে এই অনুষ্ঠান। বৃদ্ধাশ্রমের সহ সম্পাদক অনুপ কুমার সিনহা বলেন, শুধু ভাইফোঁটা নয় আবাসিকদের মন ভালো করতে প্রায় সমস্ত উৎসব অনুষ্ঠান পালন করা হয়, এছাড়াও আবাসনের কোনো আবাসিকের জন্মদিনে কেক কেটে পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রানিগঞ্জ বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক রুনু দত্ত, শিল্পপতি নরেশ শর্মা, উত্তম সাধু, সমাজসেবী সুমিত ব্যানার্জি ও আবাসিকদের পরিবারের সদস্যরাও।

## তালড্যাংরায় নির্বাচনের প্রচারের মাঝেই ভাইফোঁটা পালনে ফাল্গুনী সিংহবাবু

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** তালড্যাংরার সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ফাল্গুনী সিংহবাবু উপনির্বাচনের প্রচারের মাঝেই, ভাইফোঁটার উৎসবের মাধ্যমে জনসংযোগকে বেছে নিলেন। পারসোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের মামরা বুথে স্থানীয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি। মাস্টারমশাই ফাল্গুনী সিংহবাবু লক্ষ্মীসাগর, বিক্রমপুর, সিমলাপাল এবং মণ্ডলগ্রাম সহ আরও ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতে যাবেন এবং উৎসবে অংশগ্রহণ করবেন।

ফাল্গুনী সিংহবাবুর এই অনুষ্ঠানে যোগদান এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা এই ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানকে উষ্ণতা ও আনন্দে ভরিয়ে তোলে। তিনি স্থানীয়দের সঙ্গে আলাপ করেন, তাদের সমস্যাগুলি শোনেন এবং এলাকার গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেন। এই সমাবেশে, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করা এবং তাঁদের নির্দিষ্ট চাহিদাগুলি পূরণের প্রচেষ্টার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

## বেআইনি বাজি থেকে বিস্ফোরণের অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া:** উলুবেড়িয়া পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে তাঁতিবেড়িয়ায় একটি বাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনায় ফের কেঁপে উঠল এলাকা। এই ঘটনায় পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামল মন্ডলের বাড়িতে এই বিস্ফোরণ হয়। জানা গিয়েছে, পেশায় ইলেকট্রিক মিস্ত্রি শ্যামল বেআইনিভাবে কালী পুজোয় জন্য বাজি তৈরি করে। তার গুদামে মজুত থাকা বারুদে ইলেকট্রিক শট সার্কিট থেকে ফুলকি লেগে এই বিস্ফোরণ ঘটতে পারে বলে মনে করছে এলাকার বাসিন্দারা। এই বিস্ফোরণের তীব্রতায় এলাকার আরো তিনটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উল্লেখ্য শুক্রবার উলুবেড়িয়া গঙ্গারামপুরে বেআইনিভাবে পেট্রোল রাখার কারণে তিন শিশুর মৃত্যু হয়। একদিন না কাটতে কাটতেই আবার উলুবেড়িয়ায় ঘরের মধ্যে বারুদ মজুত রাখায় বিস্ফোরণের ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে।

## আত্মঘাতী পড়ুয়া

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া:** গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হল এক কলেজ ছাত্রী। মৃত ছাত্রীটির নাম পারুল মন্ডল (২০)। বাড়ি পুরুলিয়ার কাশীপুর থানার কালীয়াদহ এলাকার লোহাড গ্রামে। সে রঘুনাথপুর কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিল। শনিবার রাতে গলায় ওড়নার ফাঁস লাগিয়ে নেয় ছাত্রী। পরে তাকে উদ্ধার করে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে এলে ওই হাসপাতালের ডাক্তারেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদেহ পাঠানো হয় পুরুলিয়ার গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য।

# যমরাজের করণিক চিত্রগুপ্তের পুজোর পরেই ভাই ফোঁটা আরামবাগের বাতানলে

**মহেশ্বর চক্রবর্তী**

**আরামবাগ:** 'ভাইয়ে কপালে দিলাম ফোঁটা / যমের দুয়ারে পরল কাঁটা'। এই রীতি মেনেই আরামবাগের বাতানলে যমরাজের করণিক অর্থাৎ খাতা লেখক চিত্রগুপ্তের পুজোর পরেই শুরু হয় ভাই ফোঁটা। চিত্রগুপ্তকে সন্তুষ্ট করার পরেই বোনেরা তাদের ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেন। আগে চিত্রগুপ্তের কপালে ফোঁটা দেওয়া হয়। তার পরে এই গ্রামে শুরু হয় ফোঁটার অনুষ্ঠান। গ্রামের এই রীতিই চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। পশ্চিমবাংলার একমাত্র এই বাতানলেই চিত্রগুপ্তের পুজোর পরই গ্রামের ভাইয়েদের কপালে ফোঁটা দেন তাদের বোনেরা। আর বোনেরা যে প্রান্তেই থাকুক না কেন চিত্রগুপ্তের পুজোর শুরুতেই

গ্রামে এসে হাজির হয়ে যান হন। কলকাতার শ্যামবাজারে বঙ্গীয় কায়স্থ সমিতিতে আগে পুজো হত। কিন্তু এখন আর হয় না। এই এলাকার কায়স্থ সমাজ মনে করেন চিত্রগুপ্ত তাদের বংশধর ছিলেন। তাই তাঁকে স্মরণ করে পূজা অর্চনা করে শুরু হয় ভাই ফোঁটা।

ভাইফোঁটা শুরু হয় যমরাজের করণিক চিত্রগুপ্তের পুজোর মধ্য দিয়ে। পুরাণে কথিত আছে 'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যম দুয়ারে পরল কাঁটা, যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা, আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা।' আর আজও ভাতৃ দ্বিতীয়ার দিন একই নিয়মে চলে আসছে ভাইফোঁটা।

আরামবাগের বাতানল গ্রামের কায়স্থ পরিবারগুলির মানুষজন পুজোর সঙ্গে যুক্ত। বিভিন্ন এলাকা থেকেও এই পুজো দেখতে ভিড় করেন মানুষজন। তবে রীতিমতো প্যান্ডেল করে ঢাক বাজনা সহকারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে এই পুজো।

এখানকার বোনেদের ধারণা যমরাজের করণিক চিত্রগুপ্ত তাদেরই বংশ ধর। তাই তাদের এই পূর্বপুরুষকে ভক্তি করেই পুজো করলে তাদের ভাইয়েরাও পূণ্য লাভ করবেন ও দীর্ঘজীবী হবেন।

এখানকার সরকার বংশের সদস্যদের ধারণা, চিত্রগুপ্ত এই বংশেরই পূর্বপুরুষ। তাই তারা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো করে ভাইফোঁটার আয়োজন করেন। বংশের সমস্ত আত্মীয় স্বজনেরা সেই বিশ্বাস আর ভক্তি নিয়েই প্রায় ১২৩ বছর ধরে পরিবারে চিত্রগুপ্তের পুজো করে আসছেন। আর এই পুজো এখন আর সরকার বংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। আশপাশের গ্রামগুলি থেকে এখানে এসে ভিড় জমান। সরকার ও বোস এই দুই কায়স্থ পরিবারের চিত্রগুপ্ত পুজোয় আসেন গোটা এলাকার মানুষজন। একদিকে চিত্রগুপ্তের পুজো আর অপর দিকে ভাইফোঁটার আনন্দ সকলকে এক করে দিয়েছে।

# অনেক সময় উন্নতি, সুনামের জন্য, নির্দোষদের দোষী ঘোষণা বিচারকদের !

## পর্যবেক্ষণ এলাহাবাদ হাইকোর্টের

**এলাহাবাদ, ৩ নভেম্বর:** অনেক সময় উন্নতির জন্য, সুনামের জন্য, নির্দোষদেরও দোষী ঘোষণা করে দিচ্ছে নিম্ন আদালত! সম্প্রতি এলাহাবাদ হাইকোর্টের এহেন পর্যবেক্ষণে ফের দেশের বিচারব্যবস্থা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন! এলাহাবাদ হাইকোর্ট এক খুনের মামলায় সম্প্রতি পর্যবেক্ষণ করেছে, অনেক সময় উন্নতির জন্য, সুনামের জন্য, নির্দোষদেরও দোষী ঘোষণা করে দিচ্ছে নিম্ন আদালত।

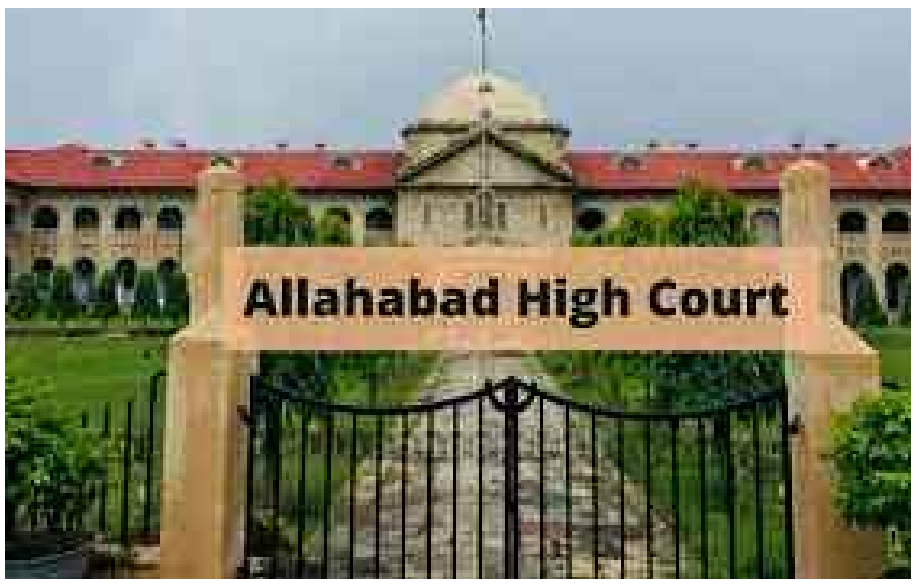


এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি সিদ্ধার্থ এবং বিচারপতি সৈয়দ কামার হাসান রিজভির বেঞ্চ বলছে, ফৌজদারি মামলায় ভুলবশত দোষী সাব্যস্ত হওয়া আসামিদের ক্ষতিপূরণের জন্য আইন চালু করা প্রয়োজন। কারণ অনেক সময় দেখা যায় নিম্ন আদালতের বিচারকরা উচ্চ আদালতের রোষের মুখে পড়ার আশঙ্কায় অথবা উন্নতির জন্য নির্দোষ ব্যক্তিদের দোষী সাব্যস্ত করে দেন। উপযুক্ত প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও শাস্তি দিয়ে দেওয়া হয় অভিযুক্তদের। মূলত ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে এরকম হয়।

এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, এলাহাবাদ হাই কোর্টের ওই বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, শুধুমাত্র সুনাম রক্ষার জন্য কিংবা পেশাগত উন্নতির পথ খুলতে ন্যূনতম প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করে দেন নিম্ন আদালতের বিচারকরা। এই ধরনের মামলায় তাঁরা হাই কোর্টের কোপের মুখে পড়াকে ভয় পান। শুধুমাত্র নিজের পেশাগত সম্ভাবনার কথা ভেবে এই ধরনের রায় দেওয়া হয়। এইভাবে দোষী সাব্যস্ত হওয়া ব্যক্তিদের জরিমানা দেওয়া উচিত বলেও মনে করে এলাহাবাদ হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। কিন্তু যথাযথ পরিকাঠামো না থাকায় তা সম্ভব হয় না।

এলাহাবাদ হাইকোর্ট ২০০৯ সালের একটি খুনের মামলা শুনছিল। ২০০৯ সালে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে পণের দাবি না মেটায় স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ ওঠে। নিম্ন আদালত তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে জেলেও পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু এলাহাবাদ হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, ওই মামলায় পণের দাবির অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেননি সরকারি আইনজীবী। এমনকী, অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থনেরও সুযোগ দেওয়া হয়নি।

# দিল্লিতে সরকারি সরবরাহ করা জলে দূষণের অভিযোগ খোদ আপ সাংসদের

**নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর:** সরকারের সরবরাহ করা জলে দূষণের অভিযোগে রবিবাসরীয় সকালে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশীর বাড়ির বাইরে আপ সাংসদ স্বাতী মালিওয়াল ক্ষোভ প্রকাশ করে কার্যত হুঁশিয়ারিও দিলেন। স্বাতীর দাবি, দিল্লির দূষণ জলেও পৌঁছেছে এবং যে জল তিনি সংগ্রহ করে এনেছেন, তা সরকারেরই সরবরাহ করা। ১৫ দিনের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান করার জন্য তিনি প্রশাসনকে কার্যতই হুঁশিয়ারি দিলেন।

রীতিমতো জনতার সামনেই তিনি ওই জল এনে ছড়িয়ে দেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির বাইরে। তাঁর দাবি, দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির সাগরপুরে একজনের বাড়ি থেকে ওই জল তিনি সংগ্রহ করেছেন। এক সংবাদ সংস্থাকে স্বাতী বলেন, 'সাগরপুর, দ্বারকার মানুষ আমাকে ডেকে জানিয়েছেন সেখানে পরিস্থিতি কতটা খারাপ। আমি একটি বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেখানে দূষিত জল সরবরাহ করা হয়েছে। আমি সেই জল বোতলে ভরে এনে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে উপস্থিত হয়েছি।' স্বাতী আরও বলেন, 'আমি মুখ্যমন্ত্রীকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলতে চাই এটা একটা নমুনা মাত্র। আর ১৫ দিনের মধ্যে দিল্লিতে জলের সরবরাহের সমস্যা যদি তিনি সমাধান না করতে পারেন তা হলে আমি এক ট্যাঙ্কার ভর্তি বিষাক্ত জল এনে এখানে ছড়াব।'

স্বাতীর অভিযোগ, ন'বছর ধরে কেজরির সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছে, আরও ওয়াটার সরবরাহ করার। কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। তাঁর কটাক্ষ, 'এটা কি দিল্লির মানুষের দিওয়ালির উপহার?' কিছুদিন আগেই যমুনার জল দূষিত হওয়া নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে উঠেছিল। এবার সামগ্রিক ভাবেই দিল্লির জলদূষণ নিয়ে সরকারকে কাঠগড়ায় তুললেন এখনও খাতায় কলমে দলেরই সাংসদ থাকা স্বাতী। সাম্প্রতিক সময়ে স্বাতী অভিযোগ তুলেছিলেন তিনি কেজরিওয়ালের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তাঁর ওপরে চড়াও হন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর প্রাক্তন সচিব। স্বাতী অভিযোগ করেন, ঋতুস্রাব চলাকালীন তাঁর পেটে লাথি মেরেছেন বৈভব কুমার! পুলিশের কাছে দায়ের করা এফআইআরে আপ সাংসদ দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতেই তাঁকে হেনস্তার শিকার হতে হয়েছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে গত ১৮ মে বৈভবকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেই সময় থেকে দলের সঙ্গে দূরত্ব বেড়েছে স্বাতীর। তবু এখনও দল ছাড়েননি তিনি।

# পালানোর সময় স্টেশনে ধরে পুলিশ স্ত্রীর প্রেমিককে মার জওয়ান স্বামীর

**পটনা, ৩ নভেম্বর:** পুলিশ কনস্টেবল স্ত্রী প্রেমিকের সঙ্গে ট্রেনে চেপে পালাতে গিয়ে স্টেশনেই সেনা জওয়ান স্বামীর হাতে ধরা পড়ে যান। স্ত্রীর প্রেমিককে স্টেশন চত্বরেই উত্তম-মধ্যম দেন তিনি। দুই ব্যক্তির হাতাহাতির ঘটনা ঘিরে তোলপাড় হয়ে যায় গোটা স্টেশন। ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের পটনা স্টেশনে। সেই গোলমালের ভিডিয়ো সম্প্রতি এক্স হ্যান্ডলে একটি অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্ট করা হয়েছে। যদিও এই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি একদিন পত্রিকা।

সেই ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে পটনা স্টেশনের ৯ নম্বর প্ল্যাটফর্মের তুমুল উত্তেজনা তৈরি হয়েছে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে। উপস্থিত জনতার সামনেই নীল জামা পরা এক ব্যক্তিকে পেটাচ্ছেন আর এক ব্যক্তি। তাঁকে থামানোর চেষ্টা করলে, পাশের মহিলার উদ্দেশেও চিৎকার করতে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। সূত্রে খবর, মহিলার স্বামী পেশায় আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ান। ওই মহিলাও বিহার পুলিশের একজন কনস্টেবল। ৩০ অক্টোবর তিনি প্রেমিকের হাত ধরে পালানোর চেষ্টা করছিলেন বলে খবর।

স্ত্রীর সন্ধানে সেনা জওয়ান স্বামী স্টেশনে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় নাটকীয় ঘটনা। প্রেমিকার স্বামীকে দেখে তরুণ তাঁর পুলিশ প্রেমিকার থেকে দূরত্ব বাড়াতে শুরু করেন। প্রেমিকাও ঘটনাস্থল থেকে পালানোর চেষ্টা করেন। তবে জওয়ান তাঁদের একসঙ্গে দেখে স্ত্রীর প্রেমিককে রেলস্টেশনে আটকে রাখেন। স্টেশনে উপস্থিত জনতার সামনে তিনি ওই ব্যক্তিকে চড় ও লাথি মারতে শুরু করেন। বেশ কিছুক্ষণ গোলমাল চলার পর স্ত্রীকে নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে চলে যান ওই ব্যক্তি। তারপরেই সুযোগ বুঝে স্টেশন থেকে চম্পট দেন প্রহৃত প্রেমিকও।

# লাদাখে প্রথম অ্যানালগ মহাকাশ মিশন শুরু ইসরোর

**লাদাখ, ৩ নভেম্বর:** লাদাখের লেহতে প্রথম অ্যানালগ মহাকাশ মিশন শুরু হল। মহাকাশে মহাকাশচারীদের নানা চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় সাহায্য করবে এই মিশন। মহাকাশে নানা চ্যালেঞ্জ। সেখানকার প্রতিকূল পরিস্থিতি। মহাকাশচারীদের সেইসব মোকাবিলা করেই মহাকাশে গবেষণা চালাতে হয়। মহাকাশের সেইসব প্রতিকূল পরিস্থিতির 'অভিজ্ঞতা' যাতে আগেভাগেই হয়, তার জন্য নতুন মিশন ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার।

শুক্রবার এই মিশন শুরু করে এক্স হ্যান্ডলে ইসরো লিখেছে, 'পৃথিবীর বাইরে কোনও বেস স্টেশনে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে সাহায্য করবে এই মিশন।' ভবিষ্যতে চাঁদে মানুষ পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে ইসরোর। মঙ্গল অভিযানের লক্ষ্যেও এগোচ্ছে। তার আগে মহাকাশচারীদের প্রস্তুত রাখতে চায় ইসরো। এই মিশনের জন্য লেহকে বেছে নেওয়ার কারণ হিসেবে ইসরো জানিয়েছে, মঙ্গল ও চাঁদের প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশিক্ষণের জন্য লেহকে বেছে নেওয়ার নানা কারণের মধ্যে অন্যতম লেহ-র ভূতাত্ত্বিক গঠন। সেখানকার জলবায়ু। শুষ্ক ও ঠান্ডা। তার উচ্চতা। সবমিলিয়ে লেহ-র সঙ্গে চাঁদ ও মঙ্গলের পরিবেশের অনেকাংশে মিল রয়েছে। তাই এই মিশনের জন্য লেহকে বেছে নেওয়া হয়েছে বলে ইসরো জানিয়েছে।

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী অলোক কুমার প্রথম এই মিশন লেহতে করার জন্য সুপারিশ করেন। এই মিশনের নেতৃত্ব দিচ্ছে ইসরোর হিউম্যান স্পেসফ্লাইট সেন্টার। সহযোগিতা করেছে আকা স্পেস স্টুডিয়ো, লাদাখ বিশ্ববিদ্যালয়, বম্বে আইআইটি। সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে লাদাখ অটোনমাস হিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল। এই মিশনের ডিজাইন করেছে আকা স্পেস স্টুডিয়ো। ২১ দিন ধরে চলবে এই মিশন। প্রত্যেকদিন এই মিশনে অংশ নেওয়া মহাকাশচারীদের শারীরিক পরীক্ষা করা হবে। সেইমতো বোঝার চেষ্টা করা হবে, মহাকাশে তাঁদের কোন কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। গগনযান মিশনের মহাকাশচারীদের জন্য এই মিশন কার্যকর হবে বলে আশাবাদী ইসরো।

# প্রৌঢ়কে কুপিয়ে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার যুবক

**নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর:** দিল্লিতে প্রৌঢ়কে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। ২৪ বছরের ওই যুবককে অনেকে 'পণ্ডিতজি' নামেও চেনেন। তিনি কিছু দিন মন্দিরে কাজকর্ম করেছেন, সেই থেকেই পণ্ডিতজি নামেই তাঁর পরিচিতি তৈরি হয়েছিল বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, জেরার মুখে তিনি অপরাধের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন।

৩০ অক্টোবর দিল্লির পালাম কলোনি থেকে ফোন করে একটি বাড়ি থেকে দুর্গন্ধ বেরনোর খবর পুলিশকে দেন স্থানীয়রা। পুলিশ গিয়ে বন্ধ ঘরের তালা ভেঙে উদ্ধার করে প্রৌঢ়ের দেহ। পচাগলা অবস্থায় দেহটি পড়ে ছিল ঘরের ভিতরেই। ঘটনার তদন্তে নেমে স্থানীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে, ওই প্রৌঢ় এক মহিলার সঙ্গে লিভ-ইন সম্পর্কে ছিলেন। কয়েক সপ্তাহ আগে মহিলা অন্ধ্রপ্রদেশে চলে গিয়েছেন। এছাড়া, 'পণ্ডিতজি' নামের এক যুবক প্রায়ই প্রৌঢ়ের কাছে আসতেন বলে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন তদন্তকারীরা। কিছু দিন আগে থেকেই যিনি নিরুদ্দেশ।

তদন্তের মাধ্যমে সেই 'পণ্ডিতজি'কে খুঁজে বার করে পুলিশ। তাঁকে পাওয়া যায় উত্তরপ্রদেশের এটা জেলায়, তাঁর গ্রামের বাড়িতে। ২৪ বছরের যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পুলিশকে তিনি জানান, ২১ অক্টোবর তিনি প্রৌঢ়ের সঙ্গে বসে মদ্যপান করছিলেন। সেই সময়ে কোনও বিষয়কে কেন্দ্র করে তাঁদের মধ্যে ঝামেলা হয়। প্রৌঢ় তাঁকে পর পর থাপ্পড় মারেন বলে অভিযোগ। তাই রাগের মাথায় তিনি ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে প্রৌঢ়কে খুন করেন। ওই অস্ত্র প্রৌঢ়ের কাছেই রাখা থাকত, পুলিশকে জানিয়েছেন অভিযুক্ত।

যুবক আরও জানান, খুনের পর তিনি কয়েক দিন ওই বাড়িতে গিয়েছিলেন। সময়মতো জলের পাম্প চালিয়ে দিতেন তিনি। যাতে প্রতিবেশী বা বাড়ির ভাড়াটেদের কারও সন্দেহ না হয়। পরে গ্রামের বাড়িতে চলে আসেন যুবক। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী যুবকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

# ইউটিউব দেখে ইসিজির অভিযোগ যোধপুরে

**যোধপুর, ৩ নভেম্বর:** এবার রাসজস্থানের এক সরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল ইউটিউব দেখে ইসিজি করার।

রাজস্থানের যোধপুরে এক সরকারি হাসপাতালে ইসিজি করাতে গিয়েছিলেন এক রোগী। তাঁর আত্মীয়ের অভিযোগ, ইসিজি করানোর জন্য ল্যাব টেকনিশিয়ান নেই বলে জানিয়ে দেওয়া হয় হাসপাতাল থেকে। তিনি ছুটিতে রয়েছেন বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়। সেসময় ল্যাব অ্যাটেনড্যান্ট এগিয়ে এসে দাবি করেন, ল্যাব টেকনিশিয়ানের পরিবর্তে ইসিজি করবেন তিনিই।

এ কথা শুনে রোগী এবং তাঁর আত্মীয়রা একটু অবাকই হন। আপত্তিও জানিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু ল্যাব অ্যাটেনড্যান্ট তাঁদের আশ্বস্ত করেন যে, সব ঠিকঠাকই হবে। তাঁর কথামতো রোগী এবং তাঁর আত্মীয়রা ইসিজি করানোয় সায় দেন। কিন্তু তার পরের ঘটনার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না তাঁরা। রোগীর পরিবারের অভিযোগ, ওই ল্যাব অ্যাটেনড্যান্ট মোবাইলে ইউটিউব খোলেন। তারপর সেখান থেকে ইসিজি কী ভাবে করতে হয় তার ভিডিয়ো দেখতে শুরু করেন এবং সেই ভাবে ইসিজি করানোর জন্য প্রস্তুতি নেন। ল্যাব অ্যাটেনড্যান্টের এই কাণ্ড দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন রোগী এবং তাঁর আত্মীয়রা। তাঁরা প্রতিবাদ করেন। ইসিজি না করিয়েই বেরিয়ে আসেন। এই ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই হাসপাতালের অধ্যক্ষ বিএস যোধা ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, ইউটিউব দেখে অস্ত্রোপচার করায় বিহারে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছিল বলে অভিযোগ। বেসরকারি হাসপাতালের সেই ঘটনা শোরগোল ফেলে দিয়েছিল। তার একমাসের মধ্যেই ঠিক একই রকম ঘটনা প্রকাশ্যে এল।

# সব বিতর্কের মাঝে দিওয়ালি উদযাপন করলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো

**ওটায়া, ৩ নভেম্বর:** খলিস্তানিপন্থী নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যাকে কেন্দ্র করে কানাডা-ভারত সম্পর্ক তলানিতে। ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অবনতি হলেও ভারতীয় সংস্কৃতি দিওয়ালি উদযাপনে বিন্দুমাত্র কসুর করলেন না কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। এভাবে হইচই করে ট্রুডোর দীপাবলি উদযাপনকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন না বিশ্লেষকরা।

রবিবার নিজেই সমাজমাধ্যমে দিওয়ালি উদযাপনের বিভিন্ন মুহূর্তের ছবি, ভিডিও পোস্ট করেন ট্রুডো। যা ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে। পাশাপাশি এক্স হ্যান্ডলের পোস্টে সকলকে দীপাবলির শুভেচ্ছাও জানান কানাডার প্রধানমন্ত্রী। এখানেই ভারতীয় সংস্কৃতির উদযাপন শেষ হয়নি। তাঁর হাতে দেখা গিয়েছে বিভিন্ন রঙের সুতো। কানাডার প্রধানমন্ত্রী নিজেই জানান, গত কয়েক মাসে তিনটি ভিন্ন মন্দির দর্শনে গিয়েছিলেন তিনি, সেখান থেকেই ওই সুতোগুলো পেয়েছেন। ট্রুডোর বক্তব্য, যে কোনও ধরনের হুমকি থেকে এই সুতো তাঁকে সুরক্ষা দেবে। এইসঙ্গে দেশের ইন্দো-কানাডিয়ান সম্প্রদায়ের নাগরিকদের দিওয়ালির শুভেচ্ছা জানান ট্রুডো।

উল্লেখ্য, খলিস্তানিপন্থী নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যার পর থেকেই ভারত এবং কানাডার মধ্যে দড়ি টানাটানি চলছে। এর মধ্যেই মার্কিন দৈনিক -এর প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর নির্দেশেই নিজ্জরকে হত্যা করা হয়েছিল। এই সংবাদ প্রকাশ্যে আসামাত্র নতুন করে শোরগোল শুরু হয়েছে। শাহের বিরুদ্ধে কানাডার মন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিবাদে নয়াদিল্লিতে অবস্থিত কানাডার দূতাবাসের এক কূটনীতিককে তলব করেছিল ভারত। এমন কূটনৈতিক উষ্ণতার আবহেই ইন্দো-কানাডিয়ান সম্প্রদায়ের মানুষকে ট্রুডোর দিওয়ালির শুভেচ্ছা জানানো তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞরা।

# বিস্ফোরকবাহী ড্রোন ও রকেট হামলা ইজরায়েলে, জখম অন্তত ১৯

**জেরুজালেম, ৩ নভেম্বর:** ইজরায়েলে শনিবার দিনভর রকেট হামলা। অন্তত ১৩০টি রকেট ইজরায়েলের ভূখণ্ড লক্ষ্য করে ছোড়া হয়েছে শনিবার। সঙ্গে ছিল ড্রোন হামলাও। ইজরায়েলের সেনাবাহিনীকে উদ্ধৃত করে এমনটাই জানিয়েছে সে দেশের সংবাদমাধ্যম। রকেটগুলি অধিকাংশই উড়ে এসেছে লেবাননের দিক থেকে। রকেট এবং ড্রোন হামলায় শনিবার উত্তর ইজরায়েলে জখম হয়েছেন অন্তত ১৯ জন। কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে দাবি, আহতের সংখ্যা আরও বেশি। মধ্য ইজরায়েলের টিরা শহরে একটি বাড়ির উপর রকেট গিয়ে পড়ে। রাজধানী তেল আভিভ থেকে ২৫ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত এই শহরে বেশ কয়েক জন জখম হন। আহতদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। চার জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ইজরায়েলি বাহিনীর তথ্য অনুযায়ী, রকেট ছাড়াও শনিবার ১০টি বিস্ফোরকবাহী ড্রোন পাঠানো হয়েছিল তাদের দিকে। তার মধ্যে লেবানন থেকে উড়ে এসেছিল ছ'টি এবং ইরাক থেকে এসেছিল তিনটি ড্রোন। একটি ড্রোনের উৎস জানা যায়নি। এগুলির মধ্যে সাতটি ড্রোনই আটকে দেয় ইজরায়েলি সেনা। তবে টিরা শহরে রকেট হামলা ঠেকানো গেল না কেন, কোথায় প্রযুক্তি ব্যর্থ হল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লা এই হামলার নেপথ্যে রয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে। বিদেশ মন্ত্রক জানিয়ে দিয়েছে, ওই গোষ্ঠীকে খতম না করা পর্যন্ত ইজরায়েলের বাহিনী বিশ্রাম নেবে না।

২০২৩ সালে প্যালেস্টাইনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয় ইজরায়েলের। সেই যুদ্ধ এখনও চলছে। প্রথম থেকেই যুদ্ধে হামাসকে সমর্থন করেছে লেবাননের গোষ্ঠী হিজবুল্লা। তাই ইজরায়েলও তার জবাব দিয়েছে। যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে লেবানন-সহ পশ্চিম এশিয়ার একাধিক দেশে।

# হিজাব নিয়ে কড়াকড়ি, অন্তর্বাস পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে হাঁটলেন তরুণী

**তেহরান, ৩ নভেম্বর:** ঠিকমতো হিজাব না পরার অপরাধে নীতি পুলিশের মারে মৃত্যু হয়েছিল কুর্দ তরুণী মাহসা আমিনির। প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিল ইরান। শুরু হয়েছিল হিজাব বিদ্রোহ। আর এবার সেই বিদ্রোহেরই আর এক চেহারা দেখল সেদেশ। হিজাব নিয়ে কড়াকড়ির প্রতিবাদে পোশাক খুলে অন্তর্বাস পরেই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে উপস্থিত হতে দেখা গেল এক তরুণীকে।

সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। ভাইরাল হওয়া ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, ইরানের ইসলামিক আজাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া ওই তরুণী কেবল অন্তর্বাস পরে হেঁটে চলেছেন। পরে নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে আটক করেন। কেন এমন করলেন তিনি? শোনা যাচ্ছে, যথাযথ ভাবে হিজাব না পরার জন্য নাকি তাঁকে নিগ্রহ করেন নিরাপত্তারক্ষীরা। আর তার প্রতিবাদেই হিজাব খুলে কেবল অন্তর্বাসটুকু পরে রেখেই তিনি হাঁটতে শুরু করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দাবি, থানায় নিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে ওই তরুণী মানসিক সমস্যায় ভুগছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক নেটিজেন আবার প্রশ্ন তুলেছেন, অতিষ্ঠ হয়েই এমন কাজ করেছেন তরুণী। একজনের মন্তব্য, 'অধিকাংশ মহিলার কাছেই অন্তর্বাস পরে পথে হাঁটা রীতিমতো দুঃস্বপ্নের। তবু এই ধরনের আচরণের পিছনে আসলে রয়েছে কর্তৃপক্ষের বিপুল জেদ।'

এখন কোথায় আছেন ওই তরুণী? সেটা এখনও জানা যায়নি। তবে ইরানের এক বহুলপ্রচারিত সংবাদপত্রের ওয়েবসাইটে দাবি করা হয়েছে যে, ওই তরুণী মানসিক ভাবে অত্যন্ত অসুস্থ। তাঁকে মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

# নিত্য মদ্যপান নিয়ে অশান্তিতে স্বামীর যৌনাঙ্গ কাটলেন স্ত্রী

**নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর:** নিত্যদিন স্বামী মদ্যপান করায় তা নিয়ে রোজ অশান্তির জেরে রাগের বশে চরম শিক্ষা দিলেন মহিলা। ছুরি দিয়ে কেটে নিলেন যৌনাঙ্গ। রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় ওই ব্যক্তিকে। বর্তমানে তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল বলেই জানা গিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিল্লিতে।

রূপনগর এলাকার বাসিন্দা ওই ব্যক্তিকে শনিবার রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় সফদরজং হাসপাতালে। পলাতক ওই ব্যক্তির স্ত্রী। তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিস। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দম্পতি বিহারের বাসিন্দা। কর্মসূত্রে দিল্লিতে থাকেন। বৃহস্পতিবার রাতে বিষ্ণু নামক ওই ব্যক্তি মদ্যপান করে বাড়ি ফেরেন। এই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে তুমুল বচসা শুরু হতেই রাগে ওই মহিলা বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। ঘুমিয়ে পড়েন ওই ব্যক্তি।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে মহিলা রান্নাঘর থেকে ধারাল ছুরি দিয়ে স্বামীর ওপরে হামলা করেন। ছুরি দিয়ে কেটে নেন যৌনাঙ্গ। এরপরই স্বামীকে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রেখে পালিয়ে যান। প্রতিবেশীরাই খবর পেয়ে হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে তাঁকে সফদরজং হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

# ঘরের মাঠে উলটপুরাণ, হোয়াইটওয়াশ টিম ইন্ডিয়া
# কিউয়িদের কাছে ৩-০ তে হার বিরাট-রোহিতদের

**অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়**

**নিউজিল্যান্ড ২৩৫ ও ১৭৪**
**ভারত ২৬৩ ও ১২১**
**নিউজিল্যান্ড জয়ী ২৫ রানে**
**সিরিজ জয়ী নিউজিল্যান্ড ৩-০**

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** তাসের ঘরও কি এতটা অপলকা! যতটা দুরন্ত ঘূর্ণিতে মাথা ঘুরে গেল টিম ইন্ডিয়ার। ২৪ বছর পর দেশের মাটিতে হোয়াইটওয়াশের লজ্জায় অন্ধকার নামল টেস্ট ইতিহাসে, ভবিষ্যতেও। নেটে ৩৫ জন বোলারকে ডেকে কীসের রিহার্সাল করালেন গৌতম গম্ভীর, সে প্রশ্নের চেয়ে বিস্ময় বেশি। পরতে পরতে রোমাঞ্চ সাজিয়ে বসেছিল মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে। ভারত খাদের কিনারে চলে গিয়েছিল মাত্র ২৯ রানেই ৫ উইকেট হারিয়ে। তবে ঋষভ পন্থের ব্যাটের তালে ম্যাচের পেন্ডুলাম দুলছিল দু'দিকেই। একবার মনে হচ্ছিল এই ভারত জিতে গেল বুঝি; আরেকবার মনে হচ্ছিল, না নিয়ন্ত্রণ তো কিউয়িদের হাতেই আছে! ঋষভ পন্থের লড়াই থামিয়ে অবশেষে এই দোলাচলও থামিয়ে দিল কিউয়িরা, তুলে নিল রোমাঞ্চকর জয়।

২০১২ থেকে শুরু করে টানা ১৮ টেস্ট সিরিজ নিজেদের ডেরায় জিতে ভারত খেলতে নেমেছিল নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। তাতে তিন ম্যাচে তিন হার। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ফাইনালে ওঠাই এখন দূর অস্ত হয়ে গেল। এর আগে ২০০০ সালে ভারত সফরে এসে দক্ষিণ আফ্রিকা দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ জিতেছিল ২-০ ব্যবধানে। সেবার প্রোটিয়াদের অধিনায়ক ছিলেন হ্যান্সি ক্রোনিয়ে।

এবার তাদের তিন ম্যাচের সিরিজে পরাজয়ের গ্লানিতে ডোবাল টম ল্যাথামের কিউয়ি শিবির।




দ্বিতীয় ইনিংসে ৯ উইকেটে ১৭১ রানে তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করে নিউজিল্যান্ড। আগের স্কোরের সঙ্গে মাত্র ৩ রান যোগ করতেই গুটিয়ে যায় কিউয়িরা। এজাজ প্যাটেলকে ফিরিয়ে কিউয়িদের ইনিংসের ইতি টানেন রবীন্দ্র জাদেজা। মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে দুই ইনিংসেই ৫টি করে উইকেট নিয়েছেন জাদেজা। টেস্টে এই নিয়ে জাদেজা তৃতীয়বার ম্যাচে ১০ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়েন। ১৭৪ রানে গুটিয়ে যাওয়া কিউয়িদের লিড হয়েছে ১৪৬ রানের। তাতে রোহিত ১১ বলে ২ চারে করেন ১১ রান। গিল, কোহলি দুজনেই ১ রান করে আউট হন। কোহলির মতো অভিজ্ঞ এক ব্যাটার তো টেস্ট কেরিয়ারেই প্রথম ঘরের মাঠে টানা দুই ইনিংসে এক অঙ্কের ঘরে আউট হলেন। বিপদের ষোলোকলা পূর্ণ করে যশস্বী জয়সওয়াল ও সরফরাজ খান ফেরেন মাত্র দুই বলের ব্যবধানে। জয়সওয়াল ব্যক্তিগত ৫ রানে এলবিডব্লু হয়েছেন ফিলিপসের বলে। অন্যদিকে, সরফরাজের (১) আউটের ধরণ হয়তো তার দলে জায়গা হারাতে যথেষ্ট হয়ে উঠতে পারে। ১৪৭ রানের লক্ষ্যে নেমে ভারতের স্কোর হয়ে যায় ৫ উইকেটে ২৯ রান। এরপর দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন ঋষভ পন্থ।*কিন্তু জুটি হয়নি। এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার প্রথমে রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে ৪২ এবং রবিচন্দ্রন অশ্বিনের সঙ্গে গড়েন ৩৫ রানের জুটি।*৬ রান করেন জাদেজা। এরপর বিতর্কিত আউটে ৫৭ বলে ৬৪ রান করে বিদায় নেন ভারতের বাঁহাতি ব্যাটার পন্থ। শেষ হয়ে তাতেই আশা। পন্থ আউট হওয়ার পরও ভারতের দরকার ছিল* ৪০ রান, নিউজিল্যান্ডের ৩ উইকেট। ওয়াশিংটন সুন্দর চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু অমন উইকেটে কাজটা সহজ ছিল না। শেষ পর্যন্ত তিনি পারেনওনি। শেষ ব্যাটার হিসেবে ১২ রানে আউট হয়ে ফিরেছেন সুন্দর। তার আগে রবিচন্দ্রন অশ্বিন ৮, আকাশ দীপ শূন্য রানে আউট হন। মহম্মদ সিরাজ শূন্য রানে অপরাজিত থাকেন। ১৪৬ রানের লিড নিয়েও জয় পেল ২৫ রানে। দ্বিতীয় ইনিংসে নিউজিল্যান্ডের সেরা বোলার এজাজ প্যাটেল। ৫৭ রানে নেন ৬ উইকেট।*তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজে সিরিজসেরা হয়েছেন ইয়ং। নিউজিল্যান্ড গড়েছে একের পর এক রেকর্ড। আর ভারত লজ্জার পাশাপাশি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়শিপের পয়েন্ট টেবলে শীর্ষ স্থান হারিয়ে অন্ধকার ডেকে আনল। এখন আরও ভয় ধরছে ঘরের মাঠেই যদি এই পরিণতি হয়, তাহলে অস্ট্রেলিয়ার পিচে গিয়ে কী হাল হবে!

# আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত নিয়ে মুখ খুললেও সাবধানি রোহিত!

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** একাই খেলছিলেন ঋষভ পন্থ। মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ের যে উইকেটে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা দাঁড়াতে পারেননি, সেখানে আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলছিলেন ভারতের বাঁহাতি উইকেটরক্ষক-ব্যাটার। দেখে মনে হচ্ছিল, দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়বেন তিনি। ৬৪ রানের মাথায় বিতর্কিত আউট হন পন্থ। বল তাঁর ব্যাটে লেগেছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তৃতীয় আম্পায়ার সিদ্ধান্ত নেন যে পন্থ আউট। সেই সিদ্ধান্ত মানতে পারেননি পন্থ। তিনি কি সত্যিই আউট ছিলেন? সেই বিতর্কে মুখ খুলেছেন ভারত অধিনায়ক রোহিতও।



কী ঘটেছিল? ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের ২২তম ওভারে অজাজ পটেলের একটি বল ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে ডিফেন্ড করার চেষ্টা করেন পন্থ। বলটি অফ স্টাম্পের বাইরে পড়ে অনেকটা ঘোরে। পন্থের ব্যাট এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর প্যাডে ব্যাট আটকে যায়। ঠিক সেই সময়ই বল ব্যাটের কাছ ঘেঁষে প্যাডে লেগে হাওয়ায় ওঠে। টম ব্লান্ডেল ক্যাচ ধরেন। নিউ জ়ল্যান্ডের খেলোয়াড়েরা আউটের আবেদন করেন। কিন্তু মাঠের আম্পায়ার রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ আউট দেননি। তখন নিউ জ়ল্যান্ড রিভিউ নেয়।

রিভিউ কী দেখায়? রিভিউতে দেখা যায়, বল যখন ব্যাটের পাশ দিয়ে গিয়েছে ঠিক তখনই পন্থের ব্যাট প্যাডে লেগেছে। আল্ট্রাএজে দাগ দেখা যায়। সাধারণত শব্দের উপর নির্ভর করে এই দাগ হয়। সেটা থেকেই তৃতীয় আম্পায়ার বুঝতে পারেন বল ব্যাটে লেগেছে কি না।

তৃতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত, তৃতীয় আম্পায়ার পল রাইফেল বেশ কয়েক বার রিভিউ দেখেন। তাঁকে বলতে শোনা যায়, ত্ব্যাট যখন প্যাডে লেগেছে তখনই বলও ব্যাটের পাশে।দ কিন্তু বল ও ব্যাটের মাঝে কোনও ফাঁক খালি চোখে বোঝা যাচ্ছিল না। সেই কারণে আম্পায়ার সিদ্ধান্ত নেন যে বল ব্যাট ছুঁয়ে গিয়েছে। মাঠের আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত বদলে আউটের সিদ্ধান্ত দেন তিনি। পন্থের বিরক্তি, নিউ জিল্যান্ড যখন আউটের আবেদন করেছিল তখন পন্থকে দেখে মনে হচ্ছিল যে বল ব্যাটে লাগেনি। হাসিমুখে অপর প্রান্তে থাকা ওয়াশিংটন সুন্দরের সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি। রিভিউ দেখানোর সময় জায়ান্ট স্ক্রিনের দিকে আঙুল দেখিয়ে তিনি আম্পায়ারকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন যে ব্যাট তাঁর প্যাডে লেগেছে।

# ভারতের বিরুদ্ধে বল বিকৃতির অভিযোগে মুখ খুলল অস্ট্রেলিয়া

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বিতর্কে জড়িয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট। অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিরুদ্ধে ম্যাচ চলাকালীন বল বিকৃতির অভিযোগ উঠেছে ভারত 'এ' দলের বিরুদ্ধে। আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে বিতর্ক আরও বাড়িয়েছেন ঈশান কিশন। সেই ঘটনায় এ বার বিবৃতি জারি করেছে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ড।

অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ড বিবৃতিতে বলেছে, ত্বলের আকার খারাপ হয়ে যাওয়ায় বল বদলাতে হয়েছে। এই বিষয়ে দুই দলের ম্যানেজার ও অধিনায়ককে আগে থেকেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।দ বল বিকৃতির বিষয়ে অবশ্য বিবৃতিতে কিছু জানানো হয়নি। আম্পায়ার তাঁর রিপোর্টে বল বিকৃতির জন্য ভারতীয় ক্রিকেটারদের দায়ী করেছেন। কিন্তু ভারতের কোনও ক্রিকেটারকে শাস্তি দেওয়া হয়নি। ভারতের বিরুদ্ধে পেনাল্টি হিসাবে ৫ রানও দেওয়া হয়নি। অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ডের এই বিবৃতি থেকে পরিষ্কার, বল বিকৃতি নিয়ে কোনও বিতর্ক আর বাড়াতে চাইছে না তারা।

অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিরুদ্ধে ম্যাকে বেসরকারি টেস্ট খেলছে ভারত 'এ' দল। শনিবার ম্যাচের শেষ দিন ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠেছে। মাঠের অন্যতম আম্পায়ার শন ক্রেগ বল বিকৃতির অভিযোগ তুলেছেন। খেলা শুরুর সময় বলে একটি দাগ দেখতে পান ক্রেগ। দাগটি দেখে তাঁর মনে হয়, বলটি কোনও কিছুর সঙ্গে ঘষা হয়েছে। বল বিকৃত করার চেষ্টা করা হয়েছে। বল পরিবর্তন করার কথা বলেন তিনি। আম্পায়ার ক্রেগের এই সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করে ভারতীয় দল।

# অস্ট্রেলিয়া সফরে প্রথম টেস্টে অনিশ্চিত রোহিত

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে না-ও খেলতে পারেন রোহিত শর্মা। ভারতের অধিনায়ক রবিবারই সেই ইঙ্গিত দিয়েছেন। নিউ জ়ল্যান্ডের কাছে তৃতীয় টেস্টে হারের পর রোহিত জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত কারণে হয়তো প্রথম টেস্টে খেলতে পারবেন না।

শোনা গিয়েছে, রোহিতের স্ত্রী রিতিকা সন্তানসম্ভবা। দ্বিতীয় বার বাবা হতে চলেছেন রোহিত। তাই প্রথম টেস্টে থাকতে পারবেন না। রবিবার রোহিত বলেছেন, ত্এখনও পর্যন্ত আমি নিশ্চিত নই যেতে পারব কি না। দেখা যাক কী হয়।

অতীতে বিরাট কোহলিকেও দেখা গিয়েছিল দ্বিতীয় সন্তান জন্মের সময় অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে আসতে। তিন বছর আগে অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় প্রথম টেস্ট খেলার পর ফিরে এসেছিলেন কোহলি। বাকি তিনটি টেস্টে খেলেননি। অজিঙ্ক রাহানের নেতৃত্বাধীন ভারত সিরিজ জিতেছিল।

রোহিত খেলতে না পারলে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন সহ-অধিনায়ক যশপ্রীত বুমরা। এর আগেও বিদেশের মাটিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। দু'বছর আগে এজবাস্টনে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের অধিনায়ক ছিলেন বুমরা।

তবে প্রথম একাদশে রোহিতের জায়গায় কে খেলবেন তা নিয়ে লড়াই হতে পারে। বাংলার অভিমন্যু ঈশ্বরণের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। যদিও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে 'এ' দলের হয়ে প্রথম টেস্টে ভাল খেলতে পারেননি তিনি। দুই ইনিংসে যথাক্রমে ৭ এবং ১২ রান করেছেন। তবে এই মরসুমে লাল বলের ক্রিকেটে ছন্দে রয়েছেন ঈশ্বরণ।






Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
**RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**